# বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২০২২

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
স্থলবন্দর ভবন
এফ-১৯/এ, শেরেবাংলা নগর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন: +৮৮-০২-৪১০২৫৩৪৮
ই-মেইল: chairman@bsbk.gov.bd
Website: www.bsbk.gov.bd

## প্রারম্ভিকা

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ২০ নং আইন) বলে এ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থলপথে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমকে সহজতর ও গতিশীল করার লক্ষ্যে বন্দরসমূহের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ যাত্রা শুরু করে। যাত্রার শুরুর দিকে শুধুমাত্র বেনাপোল বন্দর দিয়ে কার্যক্রম চালু হলেও পরবর্তীতে জাতীয় প্রয়োজনে ১২টি শুল্ক স্টেশনে স্থলবন্দরের কার্যক্রম পূর্ণদ্যমে চালু করা হয় এবং আরো ১২টি স্থলবন্দর চালুর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নির্মাণাধীন স্থলবন্দরসমূহ পুরোপুরি চালু হলে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও সীমান্তে চোরাচালান হ্রাস পাবে।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর স্বপ্ন ছিল একটি দারিদ্রমুক্ত, ক্ষুধামুক্ত উন্নত আধুনিক রাষ্ট্র বিনির্মাণ। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কুচক্রীদের হাতে শহিদ হলে তার সে ইচ্ছা আর পুরণ হয়নি। তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং 'রূপকল্প-২০৪১' বাস্তবায়নে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে এমডিজি লক্ষ্যমাত্রায় ২০২০ অর্জন করেছে। তাছাড়া টেকশই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, ভিশন-২০২১, ভিশন-২০৪১ এর ডেল্টা প্লান-২১০০ বাস্তবায়নে সারাদেশে এক বিশাল কর্মযজ্ঞ চলছে। তারই ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের জনগণের গড় আয়ু, মাথাপিছু আয়, শিক্ষার হার, লিঙ্গ সমতা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সকল সূচকে অভাবনীয় উন্নতি লাভ করেছে।

২০২২ সালে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ২১ বছর পূর্ণ হয়েছে। এ একুশ বছরে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের অনেক অর্জন আছে। এ সময়ে স্থলবন্দরসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করে বাণিজ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বন্দরসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। এছাড়া স্থলবন্দরসমূহে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় স্থানীয় এলাকার বেকার সমস্যা সমাধানে ও অর্থনৈতিক প্রবিদ্ধিতে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। প্রকৃতপক্ষে প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে স্থলপথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমকে বেগবান এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের এ ধারাকে সুসংহত করার জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রবর্তন করেছে। উক্ত সম্পাদিত চুক্তি এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে থাকে। এ প্রতিবেদন প্রকাশের মধ্য দিয়ে বন্দরসমূহের সামগ্রিক রাজস্ব আদায়, আমদানি-রপ্তানি এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াশীলতার একটি সার্বিক চিত্র ফুটে উঠেছে। এটা বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের জন্য একটি জবাবদিহিতার প্রতিফলনও বটে।

আমি এ প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভকামনা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মো: আলমগীর
চেয়ারম্যান(গ্রেড-১)
বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

## ১.০) পটভূমি:

বাংলাদেশের স্থল সীমান্তের মোট দৈর্ঘ্য ৪,২৪৬ কি.মি.। এর মধ্যে ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকার দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৪,০৫৩ কি.মি এবং মিয়ানমারের সাথে আরও ১৯৩ কি.মি *(উৎস: বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন)*। বাংলাদেশের এই দীর্ঘ স্থলসীমান্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ করে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে অপরিসীম ভূমিকা পালন করে আসছে। শুল্ক আইন, ১৯৬৯ এর আওতায় ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ ওয়্যারহাউজিং কর্পোরেশনের অধীনে স্থলবন্দরের কার্যক্রম শুরু হয়। এর ধারা মোতাবেক প্রঞ্জাপন নং-এস আর ও নং-৪৯৩/ডি/কাস/৭৯, তারিখ ০৬ জুলাই, ১৯৭৯ এর মাধ্যমে ওয়্যারহাউজিং স্টেশন ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৯ সালের অক্টোবরে ওয়্যারহাউজিং কর্পোরেশন বিলুপ্ত হওয়ার পর বেনাপোল শুল্ক স্টেশনের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পাট মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ পাট কর্পোরেশন (বিলুপ্ত সেল) এর উপর ন্যাস্ত হয়। ১৯৮৪ সালে বেনাপোল শুল্ক স্টেশনের ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের উপর ন্যাস্ত হয়। প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে স্থলপথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমকে উন্নত ও সহজতর করার লক্ষ্যে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ও বন্দর ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ২০ নং আইন) বলে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্তৃপক্ষ ২০০২ সালে স্থলবন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে এ কর্তৃপক্ষের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ ২৪টি শুল্ক স্টেশনকে সরকার কর্তৃক স্থলবন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ১৩টি শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর হিসেবে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। তম্মধ্যে ৮টি স্থলবন্দর যথা- বেনাপোল, বুড়িমারী, আখাউড়া, ভোমরা, নাকুগাঁও, তামাবিল, সোনাহাট এবং গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপেক্ষর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। ০৫টি স্থলবন্দর যথা- বাংলাবান্ধা, সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ ও বিবিরবাজার স্থলবন্দরের আবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালনার জন্য BOT (Build, Operate & Transfer) ভিত্তিতে পোর্ট অপারেটর নিয়োগ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১১টি স্থলবন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান ও চালুর অপেক্ষাধীন রয়েছে। স্থলবন্দর সমূহ আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি ও সরকারি রাজস্ব আদায়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। একইসাথে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও সীমান্ত চোরাচালান হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এর দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

## ১.১) রূপকল্প:

দক্ষ, নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব বিশ্বমানের আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর স্থলবন্দর।

## ১.২) অভিলক্ষ্য:

স্থলবন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন, পণ্য হ্যান্ডলিং ও সংরক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে অপারেটর নিয়োগের মাধ্যমে দক্ষ ও সাশ্রয়ী সেবা প্রদান।

## ১.৩) কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলী:

- স্থলবন্দর পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণের নীতি প্রণয়ন;
- স্থলবন্দরে পণ্য গ্রহণ, সংরক্ষণ ও প্রদানের জন্য অপারেটর নিয়োগ;
- সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে স্থলবন্দর ব্যবহারকারীদের নিকট হতে আদায়যোগ্য কর, টোল, রেইট ও ফিসের তফসিল প্রণয়ন;
- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে চুক্তি সম্পাদন।

## ১.৪) বোর্ড গঠন :

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ এর (২০০১ সনের ২০ নং আইন) ধারা-৬ অনুযায়ী বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের পরিচালনা বোর্ড গঠিত হয়।

বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত। যথা-

- একজন চেয়ারম্যান
- তিনজন সার্বক্ষণিক সদস্য এবং
- তিনজন খন্ডকালীন সদস্য, যাদের মধ্যে একজন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা, একজন শিল্প ও বাণিজ্যে নিয়োজিত বেসরকারি ব্যক্তি হবে।

### ১.৫) বোর্ড পরিচালনা :

- কর্তৃপক্ষের পরিচালন ও প্রশাসন বোর্ডের উপর ন্যস্ত এবং কর্তৃপক্ষ যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করতে পারবে বোর্ডও সে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করতে পারবে।
- বোর্ড তার কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করবে।
- চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষণিক সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদে ও শর্তাধীনে কর্মরত থাকবেন।
- খন্ডকালীন সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং নিয়োগের তারিখ হতে দুই বছর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন এবং পুনরায় নিয়োগযোগ্য হতে পারেন।
- চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হবেন।
- চেয়ারম্যানের পদ শুন্য হলে কিংবা অনুপস্থিতি বা অসুস্থতা হেতু বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন সার্বক্ষণিক সদস্য চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন।

### ১.৬) বোর্ডের সভা :

- বোর্ডের সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি দুই মাসে বোর্ডের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।
- বোর্ডের সভায় কোরামের জন্য একজন সার্বক্ষণিক সদস্যসহ অন্যূন দুইজন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হবে।
- বোর্ডের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোট থাকবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকবে।
- বোর্ডের সকল সভায় চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করবেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যান হতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সার্বক্ষণিক সদস্য উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করবেন।
- বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা কেবলমাত্র বোর্ডের কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে অবৈধ হবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন ও উত্থাপন করা যাবে না।

২০২১-২২ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত সাধারণ বোর্ড সভার তথ্যাদি নিম্নরূপ:

| ক্রমিক | বোর্ড সভার ক্রমিক | সভা অনুষ্ঠানের তারিখ | সিদ্ধান্ত সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ১. | ৭১ তম বোর্ড সভা | ২৫ অক্টোবর, ২০২১ | ১৫টি |
| ২. | ৭২ তম বোর্ড সভা | ২১ মার্চ, ২০২২ | ১৭টি |

২০২১-২২ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত বিশেষ বোর্ড সভার তথ্যাদি নিম্নরূপ:

| ক্রমিক | বোর্ড সভার ক্রমিক | সভা অনুষ্ঠানের তারিখ | সিদ্ধান্ত সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ১. | ২৮ তম বিশেষ বোর্ড সভা | ২৪ এপ্রিল, ২০২২ | ০৬টি |

### সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন:

৭১ তম সাধারণ বোর্ড সভার ১৪ (চৌদ্দ) টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ০৮ (আট) টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ০৫ (পাঁচ) টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন রয়েছে ও ০১টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়নি। ৭২তম সাধারণ বোর্ড সভার ১৬ (ষোলো) টি সিদ্ধান্তের মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে ১৩ (১৩) টি সিদ্ধান্ত এবং ০৩ (তিন) টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ২৮তম বিশেষ বোর্ডসভার সিদ্ধান্ত সংখ্যা ০৬ (ছয়) টি; যার মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে ০৪ (চার) টি এবং ০২ (দুই) টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

## ২.০) সাংগঠনিক কাঠামো:

কর্তৃপক্ষের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী ০৬(ছয়)টি শাখা/বিভাগ রয়েছে। ০৬(ছয়)টি শাখা/বিভাগ যথা: প্রশাসন শাখা, প্রকৌশল শাখা,ট্রাফিক শাখা, হিসাব শাখা, অডিট শাখা ও বোর্ড শাখা। উক্ত শাখা/বিভাগের মাধ্যমে এ কর্তৃপক্ষের দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদিত হচ্ছে।

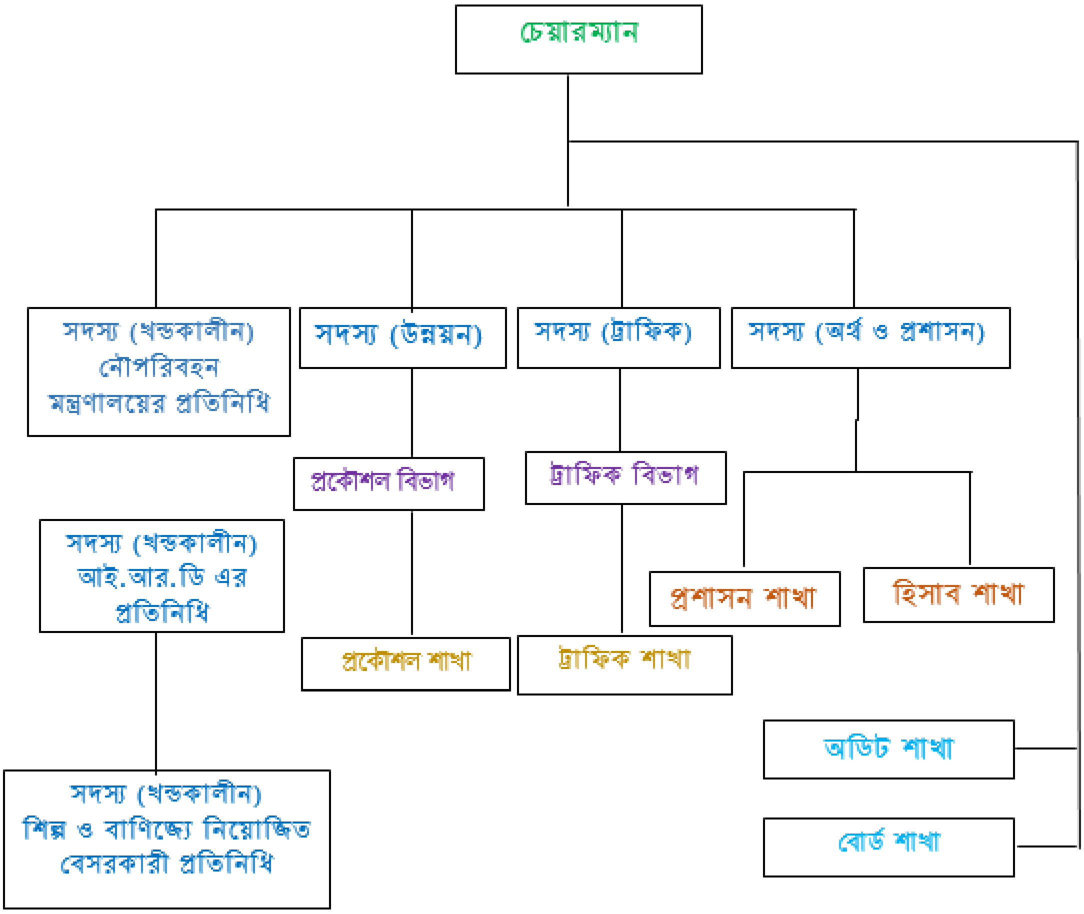


## ২.১) মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা :

অনুমোদিত পদসংখ্যা ৪৯০ টি এবং মোট পূরণকৃত পদসংখ্যা ২৯২ টি। পদবী/গ্রেড অনুযায়ী সারণিতে নিম্নে প্রদর্শন করা হ'ল:

### ক) প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা:

| ক্র. নং | পদের নাম | পদ সংখ্যা | কর্মরত | ক্র.নং | পদের নাম | পদ সংখ্যা | কর্মরত |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | চেয়ারম্যান | ১ | ১ | ১৪. | উপ-পরিচালক (প্ল্যানিং) | ১ | ০ |
| ২. | সদস্য (অর্থ ও প্রশাসন) | ১ | ১ | ১৫. | নির্বাহী প্রকৌশলী | ১ | ০ |
| ৩. | সদস্য (উন্নয়ন) | ১ | ১ | ১৬. | সহকারী পরিচালক (ট্রাফিক) | ২৬ | ১৪ |
| ৪. | সদস্য (ট্রাফিক) | ১ | ১ | ১৭. | সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) | ৩ | ২ |
| ৫. | পরিচালক (প্রশাসন) | ১ | ১ | ১৮ | মেডিকেল অফিসার | ১ | ০ |
| ৬. | পরিচালক (ট্রাফিক) | ২ | ২ | ১৯. | সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) | ৪ | ২ |
| ৭. | পরিচালক (হিসাব) | ১ | ০ | ২০. | হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা | ৫ | ৩ |
| ৮. | পরিচালক (অডিট) | ১ | ১ | ২১. | অডিট অফিসার | ৪ | ২ |
| ৯. | তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী | ১ | ১ | ২২. | আইন উপদেষ্টা | ১ | ১ |
| ১০. | সচিব | ১ | ১ | ২৩. | এস্টেট অফিসার | ১ | ১ |
| ১১. | উপ-পরিচালক (প্রশাসন) | ৩ | ২ | ২৪. | শ্রম কল্যাণ কর্মকর্তা | ১ | ১ |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১২. | উপ-পরিচালক (ট্রাফিক) | ৮ | ৪ | | ২৫. | একান্ত সচিব | ১ | ১ |
| ১৩. | উপ-পরিচালক (হিসাব ও নিরীক্ষা) | ১ | ১ | | ২৬. | সহকারী প্রোগ্রামার | ২ | ১ |
| | | | | | | **মোট=** | **৭৪** | **৪৫** |

## খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা:

| ক্র.নং | পদের নাম | পদসংখ্যা | কর্মরত | | ক্র.নং | পদের নাম | পদসংখ্যা | কর্মরত |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | জন সংযোগ কর্মকর্তা | ১ | ০ | | ৪. | উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) | ১ | ১ |
| ২. | উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) | ৮ | ৪ | | ৫. | প্রশাসনিক কর্মকর্তা | ৫ | ৫ |
| ৩. | উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) | ১ | ০ | | ৬. | ব্যক্তিগত কর্মকর্তা কাম কম্পিউটার অপারেটর | ৫ | ৩ |
| | | | | | | মোট= | ২১ | ১৩ |

## গ) তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী:

| ক্র.নং | পদের নাম | পদসংখ্যা | কর্মরত | | ক্র.নং | পদের নাম | পদসংখ্যা | কর্মরত |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | ট্রাফিক পরিদর্শক | ৯৩ | ৫১ | | ৮. | অটোক্যাড অপারেটর | ১ | ০ |
| ২. | ফায়ার পরিদর্শক | ১ | ১ | | ৯. | ক্যাশিয়ার | ৩ | ২ |
| ৩. | কম্পিউটার অপারেটর | ৩২ | ২৩ | | ১০. | মেডিকেল এটেনডেন্ট | ২ | ১ |
| ৪. | হিসাবরক্ষক | ২৬ | ১৫ | | ১১. | কেয়ার টেকার | ১ | ১ |
| ৫. | অডিটর | ৭ | ৪ | | ১২. | কার/জীপ/ফায়ার ভেহিক্যাল ড্রাইভার | ৯ | ৯ |
| ৬. | ওয়্যারহাউজ/ইয়ার্ড সুপারিন্টেনডেন্ট | ১৩৩ | ৬১ | | ১৩. | ড্রাইভার (আউট সোর্সিং) | ২ | ২ |
| ৭. | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | ১ | ১ | | | | | |
| | | | | | | মোট= | ৩১১ | ১৭১ |

## ঘ) চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী:

| ক্র.নং | পদের নাম | পদ সংখ্যা | কর্মরত |
|---|---|---|---|
| ১. | গ্রীজার কাম পাম্প ড্রাইভার | ১ | ১ |
| ২. | ফায়ারম্যান কাম ফায়ার হাইড্রেন্ট অপারেটর | ৪ | ৪ |
| ৩. | অফিস সহায়ক | ৪৭ | ২৬ |
| | মোট = | ৫২ | ৩১ |

## ঙ) আউট সোর্সিং:

| ক্র. নং | পদের নাম | পদ সংখ্যা | কর্মরত |
|---|---|---|---|
| **১.** | গ্রীজার কাম পাম্প ড্রাইভার | ১ | ১ |
| **২.** | লিডিং ফায়ারম্যান কাম ফায়ার হাইড্রেন্ট অপারেটর | ৭ | ৭ |
| **৩.** | গাড়িচালক (লাইট) | ২ | ২ |
| **৪.** | পরিচ্ছন্নতা কর্মী | ২ | ২ |
| **৫.** | ইলেকট্রিশিয়ান | ৯ | ৯ |
| **৬.** | পাওয়ার হাউজ ড্রাইভার | ৮ | ৮ |
| **৭.** | মেকানিক (আউট সোর্সিং) | ২ | ২ |
| **৮.** | প্লাম্বার কাম ওয়াটার পাম্প ড্রাইভার | ২ | ২ |
| **৯.** | কুক | ১ | ১ |
| | মোট = | ৩৪ | ৩৪ |

### চ) শূণ্যপদ পুরণ:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামোতে বিভিন্ন ক্যাটাগরির অনুমোদিত পদের সংখ্যা ৪৯০টি। বর্তমানে কর্মরত জনবলের সংখ্যা ২৯২ এবং শূন্য পদের সংখ্যা ১৯৮ (পদোন্নতিযোগ্য-৯২, সরাসরি নিয়োগযোগ্য-১০৫)।

সরাসরি নিয়োগযোগ্য ১০৫টি পদের মধ্যে ১ম ও ২য় শ্রেণির ০৭টি পদ পিএসসি'র মাধ্যমে পূরণের নিমিত্ত কার্যক্রম চলমান এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় হতে সরাসরি নিয়োগযোগ্য বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৫৫টি শূন্য পদে নিয়োগের ছাড়পত্র প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে বিধিমোতাবেক সরাসরি নিয়োগযোগ্য ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৩৮টি পদে জনবল নিয়োগের নিমিত্ত টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড এর মাধ্যমে অনলাইনে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ বিষয়ে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সাথে চুক্তি সম্পাদনপূর্বক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

পদোন্নতিযোগ্য শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাদের হালনাগাদ জ্যেষ্ঠতা তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের পদভিত্তিক হালনাগাদ জ্যেষ্ঠতার তালিকা চূড়ান্তকরা হয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০০৪ এর তফসিল [প্রবিধান ২(ছ)] এ অন্তর্ভুক্ত করে সরকারি গেজেট আকারে প্রকাশের নিমিত্ত কার্যক্রম চলমান আছে।

### ২.২) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি:

বিগত ২৭/০৭/২০২১ তারিখে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের মধ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়। অনুরূপ চুক্তি বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এবং মাঠ পর্যায়ের দপ্তরের মধ্যেও স্বাক্ষরিত হয়। এপিএ-২০২১-২০২২ অর্থ বছরে কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ২০ টি কার্যক্রম এবং আবশ্যক কৌশলগত উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নের জন্য ১৭টি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

চিত্র ১ : নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের মধ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের এপিএ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের অর্জন (২০২১-২০২২ অর্থবছর):

| ক্র:নং: | কার্যক্রমের বিবরণ | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ১.১ | বেনাপোল স্থলবন্দরে ১৬ একর জমি অধিগ্রহণ সম্পন্নকরণ | ৩১/০৫/২০২২ | জেলা প্রশাসক, যশোর-কে ০৯/৫/২০২২ তারিখ জমির ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করা হয়েছে এবং অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। | নির্ধারিত তারিখে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |
| ১.২ | কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইয়ার্ড নির্মাণের জন্য কার্যাদেশ প্রদান | ৩১/০৫/২০২২ | ০৯-০১-২০২২ তারিখ কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। | নির্ধারিত তারিখে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |

| ক্র:নং: | কার্যক্রমের বিবরণ | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ১.৩ | গোবড়াকুড়া-কড়উতলী স্থলবন্দরে কড়ইতলী অংশের ইয়ার্ড নির্মাণ কাজ সম্পন্নকরণ | ৩১/০৫/২০২২ | ২০/৫/২০২২ তারিখ ইয়ার্ড নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে ১০০ % (ক্রমপুঞ্জিত) | নির্ধারিত তারিখে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |
| ১.৪ | গোবড়াকুড়া-কড়উতলী স্থলবন্দরে কড়ইতলী অংশের ১০০মে.টন ক্ষমতার ওয়েব্রীজ স্কেল স্থাপন কাজ সম্পন্নকরণ | ৩১/০৫/২০২২ | ২০/৫/২০২২ তারিখ ওয়েব্রীজ স্কেল স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে ১০০%(ক্রমপুঞ্জিত) | নির্ধারিত তারিখে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |
| ১.৫ | গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দরে বৈদ্যুতিকরণ কাজ সম্পন্নকরণ | ১০০% | ১০০% (ক্রমপুঞ্জিত) | কার্যক্রমের ১০০% অর্জিত হয়েছে। |
| ১.৬ | গোবড়াকুড়া-কড়উতলী স্থলবন্দরে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ সম্পন্নকরণ | ৩১/০৫/২০২২ | নির্ধারিত তারিখে সীমানা প্রাচীর নির্মাণকাজসম্পন্ন হয়েছে ১০০% (ক্রমপুঞ্জিত)। | নির্ধারিত তারিখে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |
| ১.৭ | বাল্লা স্থলবন্দরের ইয়ার্ড নির্মাণকাজ আরম্ভকরণ | ৩১/০৫/২২ | নির্ধারিত তারিখে ইয়ার্ড নির্মাণকাজ আরম্ভ করা হয়েছে ১০০% (ক্রমপুঞ্জিত) | নির্ধারিত তারিখে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |
| ১.৮ | বিআরসিপি-১ প্রকল্পের আওতায় রামগড় স্থলবন্দরের অবকাঠামো নির্মাণের জন্য কার্যাদেশ প্রদান | ৩১/০৫/২০২২ | ৩০-০৯-২০২১ তারিখ কার্যাদেশ প্রদানকরাহয়েছে। | নির্ধারিত তারিখে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |
| ১.৯ | ধানুয়াকামালপুর স্থলবন্দরে ইয়ার্ড নির্মাণ কাজ সম্পন্নকরণ | ৩১/০৫/২২ | নির্ধারিত তারিখে সম্পন্ন হয়েছে ১০০% (ক্রমপুঞ্জিত)। | নির্ধারিত তারিখে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |
| ১.১০ | বেনাপোল স্থলবন্দরে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে পণ্য হ্যান্ডলিং | ৩১/০৫/২০২২ | ১৮-৫০-২০২২ তারিখ ঠিকাদার নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। | নির্ধারিত তারিখে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |
| ১.১১ | ভোমরা স্থলবন্দরে পণ্য হ্যান্ডলিং | ৩১/০৫/২২ | ২৭-০৪-২০২২ তারিখ ঠিকাদার নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। | নির্ধারিত তারিখে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |
| ১.১২ | তামাবিল স্থলবন্দরে পণ্য হ্যান্ডলিং | ৩১/০৫/২০২২ | ২৮-০৪-২০২২ তারিখ ঠিকাদার নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। | নির্ধারিত তারিখে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |
| ১.১৩ | বুড়িমারী স্থলবন্দরে পণ্য হ্যান্ডলিং | ৩১/০৫/২০২২ | ১৮-০৫-২০২২ তারিখ ঠিকাদার নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। | নির্ধারিত তারিখে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |
| ১.১৪ | নাকুগাঁও স্থলবন্দরে পণ্য হ্যান্ডলিং | ৩১/০৫/২০২২ | ২৮-০৪-২০২২ তারিখ ঠিকাদার নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। | নির্ধারিত তারিখে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |
| ১.১৫ | গোবড়াকুড়া স্থলবন্দর চালুকরণ | ৩১/০৫/২০২২ | ১৫-০৩-২০২২ তারিখ এনবিআর হতে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। | নির্ধারিত তারিখে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |
| ১.১৬ | বুড়িমারী স্থলবন্দর ব্যবহারকারীদের জন্য সেবাকেন্দ্র নির্মাণ | ৩১/০৫/২২ | ২০-০৯-২০২১ তারিখ কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে ১০০% (ক্রমপুঞ্জিত)। | নির্ধারিত তারিখে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |
| ১.১৭ | বেনাপোল স্থলবন্দরে শ্রমিকদের জন্য শেড নির্মাণ | ৩১/০৫/২০২২ | নির্ধারিত তারিখে সম্পন্ন হয়েছে ১০০% (ক্রমপুঞ্জিত) | নির্ধারিত তারিখে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |

| ক্র:নং: | কার্যক্রমের বিবরণ | লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ১.১৮ | গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দরে বন্দর ব্যবহারকারীদের জন্য টয়লেট সহ গোসলখানা নির্মাণ | ১০০% | নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হয়েছে ১০০% (ক্রমপুঞ্জিত)। | লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |
| ১.১৯ | বেনাপোলস্থলবন্দরেসিসিটিভিস্থাপন | ৭০% | নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হয়েছে ৭০% (ক্রমপুঞ্জিত) | লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |
| ১.২০ | বিআরসিপি-১ প্রকল্পের আওতায় বেনাপোল স্থলবন্দরের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কার্যাদেশ প্রদান | ৩১/০৫/২০২২ | ০৬-০৭-২০২১ তারিখ কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। | নির্ধারিত তারিখে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। |

### ২.৩) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২১-২০২২ অনুসরণপূর্বক বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের নৈতিকতা কমিটির সুপারিশক্রমে নির্ধারিত ছকে শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা ২০২১-২০২২ প্রণয়ন করা হয়। উক্ত কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের শুদ্ধাচার ইউনিট গঠন করা হয়।কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নৈতিকতা কমিটির সভা ও শুদ্ধাচার ইউনিটের সভা আয়োজন করা হয়।

| ক্র.নং | কার্যক্রম | লক্ষ্যমাত্রা | প্রকৃত অর্জন(%) |
|---|---|---|---|
| ১ | নৈতিকতা কমিটির সভা | ৪ টি | ১০০% |
| ২ | নৈতিকতা কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | ১০০% | ১০০% |
| ৩ | অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা | ৪ টি | ১০০% |
| ৪ | শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন | ৩টি (১০০জন) | ১০০% |
| ৫ | কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন | ৪টি | ১০০% |
| ৭ | শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ | ৩১-০৫-২০২২ | ১০০% |
| ৮ | দুর্নীতি প্রতিরোধকল্পে Motivational Workshop আয়োজন | ২টি | ১০০% |
| ৯ | বন্দরের দাপ্তরিক ও অপারেশনাল এলাকায় দুর্নীতি প্রতিরোধে লিফলেট ও স্টীকার স্থাপন | ১টি | ১০০% |
| ১০ | কর্তৃপক্ষের কাজে অধিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে গণশুনানি আয়োজন | ৪টি | ১০০% |

এছাড়া, শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান(সংশোধন) নীতিমালা, ২০২১ অনুযায়ী বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের বন্দর প্রধানদের মধ্যে ০১ জন কর্মকর্তা, বেতন গ্রেড ০২-০৯ হতে ০১ জন কর্মকর্তা, বেতন গ্রেড১০-১৬ হতে ০১কর্মচারী এবং বেতন গ্রেড ১৭-২০ হতে ০১ কর্মচারী'কে শুদ্ধাচার চর্চার পুরস্কার ২০২১-২০২২ প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র ২: বন্দর পর্যায়ে অংশীজনের অংশগ্রহণে গণশুনানী

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ বাস্তবায়নে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলাধীন সোনামসজিদ স্থলবন্দরের কাজে অধিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গত ৩০-১২-২০২১ বৃহস্পতিবার বিকাল ৩.০০ঘটিকায় গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত গণশুনানি গ্রহণ করেন বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সদস্য (ট্রাফিক) জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবীর(যুগ্মসচিব)। এ সময়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা-উপজেলা প্রতিনিধি, কাস্টমস্, সিন্ডএফ এজেন্ট, শ্রমিক প্রতিনিধি, আমদানি-রপ্তানিকারক সমিতি ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র ৩: বন্দর পর্যায়ে অংশীজনের অংশগ্রহণে গণশুনানী

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ বাস্তবায়নে দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলাধীন হিলি স্থলবন্দরের কাজে অধিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গত ২৯-০৬-২০২২বুধবার সকাল ১১.০০ঘটিকায় গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত গণশুনানি গ্রহণ করেন বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সদস্য (ট্রাফিক) জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবীর(যুগ্মসচিব)। এ সময়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা-উপজেলা প্রতিনিধি, কাস্টমস্, সিন্ডএফ এজেন্ট, শ্রমিক প্রতিনিধি, আমদানি-রপ্তানিকারক সমিতি ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

### ২.৪) মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ):

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের পেশাদারিত্ব ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির স্বার্থে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে দেশে ২১৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারি-কে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়ন প্রদান করা হয়। এছাড়া একই অর্থ বছরে ৮৬ জন-কে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

### ২.৫) আইসিটি সংক্রান্ত কার্যক্রম:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে বঙ্গাবন্ধুর স্বপ্ন পূরণের কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। এরই ধারবাহিকতায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষ ও সাশ্রয়ী সেবা তথা Ease of Doing Business নীতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এ কর্তৃপক্ষে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। যেমন-

- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের উন্নয়নমূলক কাজসহ প্রায় ৯৫% ক্রয় ই-জিপির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।
- বর্তমানে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়ে ই-ফাইলিং কার্যক্রম লাইভ সার্ভারে সম্পন্ন করা হয়। পর্যায়ক্রমে বেনাপোল, ভোমরা, বুড়িমারী ও তামাবিল স্থলবন্দরে ই-ফাইলিং কার্যক্রম শুরু করা হবে।
- স্থলবন্দরে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে গতিশীলতা আনয়ন এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার স্বার্থে জনগণের দৌরগোড়ায় সেবা পৌছানোর লক্ষ্যে সেবা সহজীকরণ ও ই-সার্ভিসের আওতায় বুড়িমারী স্থলবন্দরে এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) এর কারিগরি/পরামর্শক সহযোগিতায় e-Port Management System বাস্তবায়নের জন্য পাইলটিং কার্যক্রম শেষে Live কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

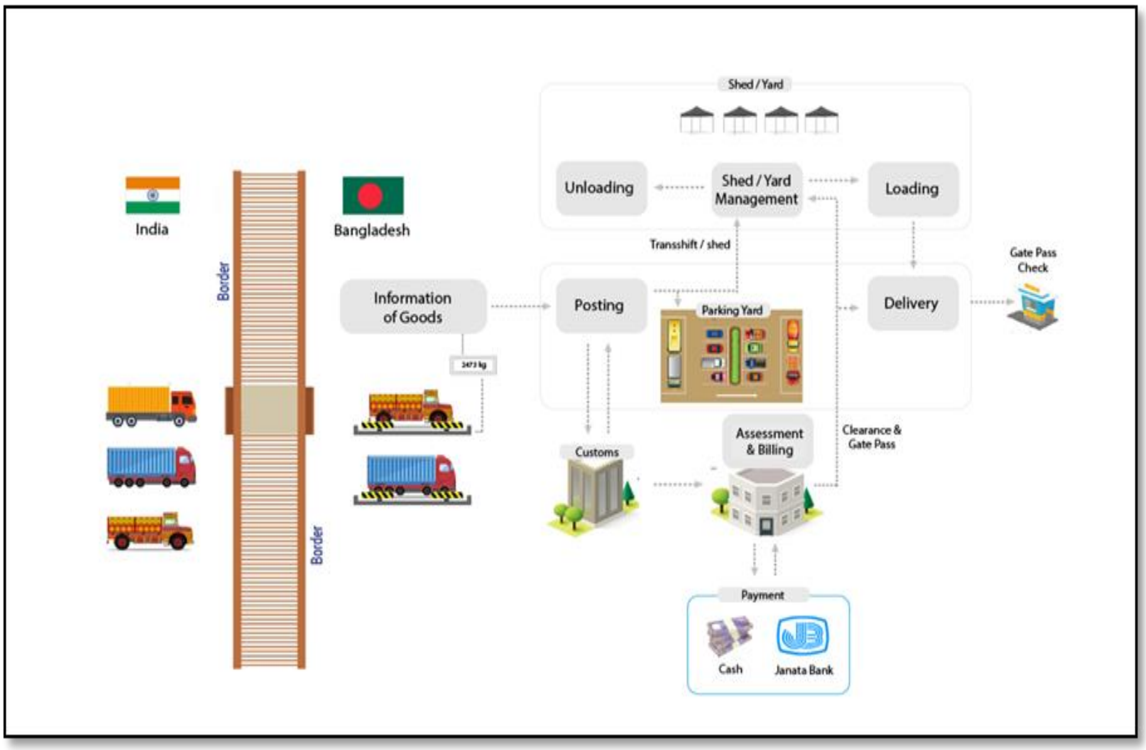


চিত্র ৪: e-Port Management System

এতে স্থলবন্দরের বিদ্যমান সেবা ও নাগরিক সেবাসমূহ ই-সার্ভিসের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। ফলে বন্দর কর্তৃপক্ষ, সিএন্ডএফ এজেন্ট, আমদানি-রপ্তানিকারকগণ উপকৃত হবে ও সেবাগ্রহীতাগণ এর TCV (time-cost-visit) কমবে এবং স্থলবন্দরে আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে

- ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার আওতায় সোনাহাট স্থলবন্দরে ভারতীয় পণ্যবাহি গাড়ি প্রবেশের তথ্য ও পণ্যের ওজন তথ্য কার্যক্রম স্বল্প পরিসরে অটোমেশন করা হয়েছে।
- ভোমরা স্থলবন্দরে Global Alliance for Trade Facilitation (GATF) এর অর্থায়নে Swisscontact কর্তৃক Digitalization of the Border procedures at Bhomra Land Port শীর্ষক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছ।
- তামাবিল ও আখাউড়া স্থলবন্দরে ADB (Asian Development Bank) এর সহায়তায় পূর্ণাঙ্গ অটোমেশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি ০১/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখে একনেকে অনুমোদিত হয়েছে।
- বেনাপোল স্থলবন্দরে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে "Improvement of security System for Benapole Land Port" কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

এক নজরে ই-সার্ভিস রোডম্যাপ:

| Identified e-System | Implementation Period |
|---|---|
| Passenger Port e–exit service | Fiscal Year:2022-23 |
| E-registration for C&F Agent | Fiscal Year: 2022-23 |
| ERP (HR,Accounts, Audit, Inventory, Budget, Procurement, Project, Training) | Fiscal Year: 2023-24 |
| Security Management System (Ansar and Outsourcing security) | Fiscal Year: 2023-24 |

## ২.৬) সংস্থার উদ্ভাবনী ও সেবা সহজিকরণ উদ্যোগ:

১। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বেনাপোল স্থলবন্দরের আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবনে "মাতৃদুগ্ধ কর্ণার" স্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র ৫: বেনাপোল স্থলবন্দরে স্থাপিত মাতৃদুগ্ধ পান কর্ণার

২। বেনাপোল স্থলবন্দরে ইকুইপমেন্ট এর সাহায্যে পণ্য লোড-আনলোড কার্যক্রম সহজিকরণ করা হয়েছে। এতে সেবা গ্রহিতাদের TCV (Time, Cost & Visit) হ্রাস পেয়েছে। বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির তুলনা নিম্নরূপ:

| | বিদ্যমান পদ্ধতি | প্রস্তাবিত পদ্ধতি |
|---|---|---|
| সময় (দিন ঘন্টা) | ৬২ মিনিট | ২৬ মিনিট |
| খরচ (নাগরিক ও অফিসের) | ৭০-১০০ টাকা | ইন্টারনেট খরচ সর্বোচ্চ ১০ টাকা |
| যাতায়াত | ০৭ বার | যাতায়াতের প্রয়োজন নেই |
| ধাপ | ১১ (এগার) | ০৭ (সাত) |
| জনবল | ০৫ (পাঁচ) জন | ০৩ (তিন) জন |
| দাখিলীয় কাগজপত্র | মেনিফেস্ট/রিলিজ অর্ডারসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস | প্রয়োজন নেই |

৩। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ইনোভেশন টিম ২৭/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম (VTMIS) টিম পরিদর্শন করেন। এক্ষেত্র ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইনফরমেশন পরিচালনা, আগত জাহাজ চিহ্নিত করা, জাহাজে বিস্তারিত তথ্য অবগতসহ দূর্ঘটনায় কবলিত হলে জাহাজের স্থান নির্ণয় এবং জাহাজটি উদ্ধার পদ্ধতিসহ বন্দরে ইকুইপমেন্ট হ্যান্ডলিংএর মাধ্যমে জাহাজ হতে মালামাল খালাস ও লোডিং কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়।

চিত্র ৬.১ ও ৬.২: বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ইনোভেশন টিম কর্তৃক মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম (VTMIS) পরিদর্শন

৪। ২০২২ সালের ১৪ জুন প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও- এ বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ২১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী- তে আয়োজিত সেমিনারে মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এমপি এবং ভারতীয় দূতাবাসের মান্যবর হাইকমিশনার জনাব বিক্রম কে দোরাইস্বামীর উপস্থিতিতে

কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আলমগীর ‘আঞ্চলিক বাণিজ্য, আন্তঃসংযোগ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্থলবন্দরের ভূমিকা’ শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

চিত্র ৭:কর্তৃপক্ষের ২১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে কেক কাটছেন সম্মানিত সভাপতি ও অতিথিবৃন্দ

চিত্র ৮: প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বক্তব্য রাখছেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহ্মুদ চৌধুরী, এম.পি

চিত্র ৯: প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মান্যবর ভারতীয় হাইকমিশনার জনাব বিক্রম কে. দোরাইস্বামী

চিত্র-১০: প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন বাস্থবকের চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)

৩। ৩০/১২/২০২১ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন সোনাহাট স্থলবন্দরে আমদানিকারকের নিকট পণ্যের ওজন সংক্রান্ত তথ্য Auto SMS এর মাধ্যমে প্রেরণ সিস্টেম সংস্থাপন করা হয়।

## ২.৭) কল্যাণমূলক কার্যক্রম:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কল্যাণার্থে বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রম যেমন: অবসর ভাতা ও অবসর সুবিধাদী, পেনশন ও উৎসাহ বোনাস প্রদান করার কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। উৎসাহ বোনাস ও গৃহঋণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পেনশনের বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষে আত্মীকৃত ০২ (দুই) জন কর্মচারির অবসর সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

## ২.৮) কর্মসৃজন , দারিদ্র বিমোচন ও বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ:

বর্তমান সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০) প্রণয়ন, রূপকল্প-২০২১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (২০১৫-৩০) নির্ধারণ করেছে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ গড়ে তোলার প্রত্যয়ে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২০ সালের মধ্যে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত,সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে দারিদ্রের হার ১৮.৬% এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় ২০৩০ সালের মধ্যে ৯.৭% নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ডেল্টা প্লান বাস্তবায়নে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

ক) বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বেনাপোল, সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ, বুড়িমারী, ভোমরা, তামাবিল, আখাউড়া ও সোনাহাট স্থলবন্দরে বেসরকারিভাবে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বন্দর এলাকায় পণ্য উঠা-নামার কাজে সহায়তা করার জন্য প্রায় ১০ (দশ হাজার) শ্রমিক সম্পৃক্ত আছেন। এতে স্থানীয় স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নতি ও দরিদ্র শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

খ) বেনাপোল, আখাউড়া, বুড়িমারী, ভোমরা, তামাবিল ও সোনাহাট স্থলবন্দরে ক্লিনিং ও সুইপিং ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে স্থানীয় দরিদ্র ও বেকার জনগোষ্ঠীর কিয়দাংশের কর্মসংস্থানের পথ সুগম করা হয়েছে।

গ) দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থলবন্দর প্রতিষ্ঠার ফলে সে সকল অঞ্চলে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত পেশাজীবী লোকজনের সমাগম ঘটে। এতে ঐ সকল অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হয়েছে এবং যার ফলশ্রুতিতে অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

### ২.৯) ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবকের জমি অধিগ্রহণের পরিসংখ্যান:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের এর আওতাধীন স্থলবন্দরসমূহের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে প্রতিবেদনাধীন বছরে (২০২০-২০২১) হবিগঞ্জ জেলার বাল্লা স্থলবন্দর প্রতিষ্ঠার জন্য ১৩.০০ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় স্থলবন্দর প্রতিষ্ঠার জন্য ১০.০০ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। যশোর জেলার বেনাপোল স্থলবন্দরের কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল সম্প্রসারণের জন্য ১৬.৪১৫ একর জমি, প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল সম্প্রসারণের জন্য ২.৩৮ একর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আখাউড়া স্থলবন্দরে প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণের জন্য ৩.৫৭৭৫ একর, লালমনিরহাট জেলার বুড়িমারী স্থলবন্দর সম্প্রসারণ ও প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণের জন্য ২৬.৯১ একর, কুড়িগ্রাম জেলার সোনাহাট স্থলবন্দরের প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণের জন্য ১.০০ একর এবং সিলেট জেলার ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর প্রতিষ্ঠার জন্য ৩০.০০ একর জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দিনাজপুর জেলার হিলি স্থলবন্দর সম্প্রসারণের জন্য ১৫.০০ একর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সোনামসজিদ স্থলবন্দর সম্প্রসারণের জন্য ১৮.৩৬ একর এবং পঞ্চগড় জেলার বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর সম্প্রসারণের জন্য ২০.০০ একর জমি অধিগ্রহণের অধিগ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অপরদিকে চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা স্থলবন্দর প্রতিষ্ঠার জন্য জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত ০৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি ইতোমধ্যে প্রস্তাবিত স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করেছে এবং কমিটি সদস্য প্রতিবেদন দাখিল করবে। এছাড়াও যশোর জেলার বেনাপোল স্থলবন্দরের ২য় অপারেশনাল টার্মিনাল নির্মাণের জন্য ১০০.০০ একর জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

### ২.১০) মাসিক সমন্বয় সভা:

২০২১-২০২২ অর্থবছরে COVID-19 প্রাদুর্ভাবের কারণে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন ও সচল সকল স্থলবন্দরের সমন্বয়ে নিয়মিত মাসিক সমন্বয় সভা সম্পন্ন করা সম্ভব না হলেও কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে ০২ (দুই) টি মাসিক সমন্বয় সভা (সরাসরি ও Zoom Platform)অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাদ্বয়ে ই-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়ন, আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের নবনির্মিত প্রধান কার্যালয়ের জন্য নতুন কিছু জনবলের সংস্থান ও পদায়ন, কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান, আবাসন ব্যবস্থা, বিভিন্ন স্থলবন্দরের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, স্থলবন্দরসমূহে যানবাহনের ব্যবস্থাকরণ, ভোমরা স্থলবন্দরে ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের ক্ষয়ক্ষতি মেরামত, মোটরসাইকেল ও বাইসাইকেলের জন্য পার্কিংস্থান ও গ্যারেজ নির্মাণ, সীমান্তে কার্গো অফিস স্থাপন, বুড়িমারী স্থলবন্দরে অপেক্ষমান দর্শনার্থীদের বসার ব্যবস্থাকরণ, সিসিক্যামেরা স্থাপন, নিরাপত্তা প্রাচীরের ওপর কাঁটাতার স্থাপন, আখাউড়া স্থলবন্দরে নতুন ০১ (এক)টি ওয়েব্রীজ স্কেল স্থাপন, সীমানাপ্রাচীর উঁচুকরণ, তামাবিল স্থলবন্দরে ওপেন শেড নির্মাণ, ওয়েব্রীজ স্কেল রুমের জন্য ০২টি এসি সরবরাহ, নাকুগাঁও স্থলবন্দরে স্কেল সম্মুখস্থ স্থান আরসিসি ঢালাইকরণ, সোনাহাট স্থলবন্দরের পুকুরপাড় রক্ষার্থে গার্ডওয়াল ও ছাউনি নির্মাণ এবং বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২০২১ উদযাপনের বিষয়ে আলোচনাশেষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

### ২.১১) কর্তৃপক্ষের মামলা নিষ্পত্তি:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট মামলার সংখ্যা ছিল ২২ (বাইশ)টি। একই অর্থবছরে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের পক্ষে মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে ০১টি যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরুপ:

উচ্চ আদালতে মামলার সংখ্যা:

| ক্র.নং | মোট মামলা | দায়ের কৃত মামলার সংখ্যা | নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা | বাস্থবকের পক্ষে নিষ্পত্তিকৃত | বাস্থবকের বিপক্ষে নিষ্পত্তিকৃত | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | ২২ | ০৫ | ০১ | ০১ | ০ | -- |

নিম্ন আদালতে মামলার সংখ্যা:

| ক্র.নং | মোট মামলা | দায়ের কৃত মামলার সংখ্যা | নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা | বাস্থবকের পক্ষে নিষ্পত্তিকৃত | বাস্থবকের বিপক্ষে নিষ্পত্তিকৃত | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | ৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | -- |

## ৩.০) বন্দর পরিচিতি:

প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে স্থলপথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমকে উন্নত ও সহজতর করার লক্ষ্যে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ও বন্দর ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এ কর্তৃপক্ষের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ ২৪টি শুল্ক স্টেশনকে সরকার কর্তৃক স্থলবন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ১৩ টি শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর হিসেবে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। তম্মধ্যে ৭টি স্থলবন্দর যথা- বেনাপোল, বুড়িমারী, আখাউড়া, ভোমরা, নাকুগাঁও, তামাবিল, সোনাহাট এবং গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। ০৫টি স্থলবন্দর যথা- বাংলাবান্ধা, সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ ও বিবিরবাজার স্থলবন্দরের আবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালনার জন্য BOT (Build, Operate & Transfer) ভিত্তিতে পোর্ট অপারেটর নিয়োগ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১১টি স্থলবন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান ও চালুর অপেক্ষাধীন রয়েছে।

২৪টি স্থলবন্দরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

ক) চালুকৃত বন্দরসমূহ:

| ক্র.নং | স্থলবন্দরের নাম | বাংলাদেশ অংশের নাম | ভারত/মায়ানমার অংশের নাম | ব্যবস্থাপনা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | বেনাপোল স্থলবন্দর | বেনাপোল,শার্শা, যশোর | পেট্রাপোল, বঁনগাও, ভারত | নিজস্ব তত্ত্বাবধানে |
| ২ | বুড়িমারী স্থলবন্দর | পাটগ্রাম, লালমনিরহাট | চেংড়াবান্ধা, পশ্চিমবঙ্গা, ভারত | নিজস্ব তত্ত্বাবধানে |
| ৩ | আখাউড়া স্থলবন্দর | আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া | রামনগর,আগরতলা, ত্রিপুরা, ভারত | নিজস্ব তত্ত্বাবধানে |
| ৪ | ভোমরা স্থলবন্দর | ভোমরা, সাতক্ষীরা | গোজাডাঙ্গা, চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত | নিজস্ব তত্ত্বাবধানে |
| ৫ | নাকুগাঁও স্থলবন্দর | নালিতাবাড়ী, শেরপুর | ডালু, মেঘালয়, ভারত | নিজস্ব তত্ত্বাবধানে |
| ৬ | তামাবিল স্থলবন্দর | গোয়াইনঘাট, সিলেট | ডাউকি, শিলং, মেঘালয়, ভারত | নিজস্ব তত্ত্বাবধানে |
| ৭ | সোনাহাট স্থলবন্দর | ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম | সোনাহাট, ধুবরী,আসাম, ভারত | নিজস্ব তত্ত্বাবধানে |
| ৮ | গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর | হালুয়াঘাট, ময়মসিংহ | গাছুয়াপাড়া, মেঘালয়, ভারত | উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে। |
| ৯ | সোনামসজিদ স্থলবন্দর | শিবগঞ্জ,চাঁপাইনবাবগঞ্জ | মহাদীপুর,মালদহ,পশ্চিমবঙ্গা,ভারত | বেসরকারি অপারেটরের মাধ্যমে |
| ১০ | হিলি স্থলবন্দর | হাকিমপুর, দিনাজপুর | হিলি,দঃদিনাজপুর,পশ্চিমবঙ্গা,ভারত | বেসরকারি অপারেটরের মাধ্যমে |
| ১১ | বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর | তেতুলিয়া, পঞ্চগড় | ফুলবাড়ি,জলপাইগুড়ি,পশ্চিমবঙ্গা, ভারত | বেসরকারি অপারেটরের মাধ্যমে |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১২ | টেকনাফ স্থলবন্দর | টেকনাফ, কক্সবাজার | মংডু, সিটুওয়ে, মায়ানমার | বেসরকারি অপারেটরের মাধ্যমে |
| ১৩ | বিবিরবাজার স্থলবন্দর | বিবিরবাজার, কুমিল্লা | শ্রীমান্তপুর,সোনামুড়া, ত্রিপুরা, ভারত | বেসরকারি অপারেটরের মাধ্যমে |

খ) উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান/প্রক্রিয়াধীন বন্দরসমূহ:

| ক্র. নং | স্থলবন্দরের নাম | বাংলাদেশ অংশের নাম | ভারত/মায়ানমার অংশের নাম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ১ | বিরল স্থলবন্দর | বিরল, দিনাজপুর | রাধিকাপুর,পশ্চিমবঙ্গা, ভারত | ভারতীয় অংশে সীমান্ত সংযোগ সড়ক না থাকায় বন্দরে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। |
| ২ | দর্শনা স্থলবন্দর | দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা | গেদে,কৃষ্ণনগর,পশ্চিমবঙ্গা, ভারত | জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। |
| ৩ | বিলোনিয়া স্থলবন্দর | বিলোনিয়া, ফেনী | বিলোনিয়া, ত্রিপুরা, ভারত | সীমান্ত হতে ১৫০ গজের মধ্যে বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |
| ৪ | রামগড় স্থলবন্দর | রামগড়, খাগড়াছড়ি | সাবরুম, ত্রিপুরা, ভারত | রামগড় মৈত্রি সেতু ৯ মার্চ ২০২১ তারিখে উদ্বোধন করা হয়। বর্তমানে ১৫০ গজের মধ্যে উন্নয়ন কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত। |
| ৫ | তেগামুখ স্থলবন্দর | বরকল, রাঙ্গামাটি | দেমাগ্রী/কাউয়াপুচিয়া,মিজোরাম, ভারত | বিবেচনাধীন রয়েছে। |
| ৬ | চিলাহাটী স্থলবন্দর | ডোমার, নীলফামারী | হলদীবাড়ী,কুচবিহার,পশ্চিমবঙ্গা, ভারত | শুল্ক স্টেশন চালু না থাকায় বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। |
| ৭ | দৌলতগঞ্জ স্থলবন্দর | জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা | মাঝদিয়া,নদীয়া,পশ্চিমবঙ্গা, ভারত | শুল্ক স্টেশন চালু না থাকায় বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। |
| ৮ | ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দর | বক্সীগঞ্জ, জামালপুর | মহেন্দ্রগঞ্জ,আমপতি,মেঘালয়, ভারত | আশা করা যায় আগামী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এর কার্যক্রম সমাপ্ত হবে। |
| ৯ | শেওলা স্থলবন্দর | বিয়ানীবাজার, সিলেট | সুতারকান্দি, করিমগঞ্জ, আসাম | বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। |
| ১০ | বাল্লা স্থলবন্দর | চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ | পাহাড়মুরা, খৈয়াই, ত্রিপুরা | আশা করা যায় আগামী বছরে বন্দরের উন্নয়ন কাজ শেষ হবে। |
| ১১ | ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর | কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট | ভোলাগঞ্জ, চেরাপুঞ্জি, মেঘালয় | বন্দরের জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলছে । |

:

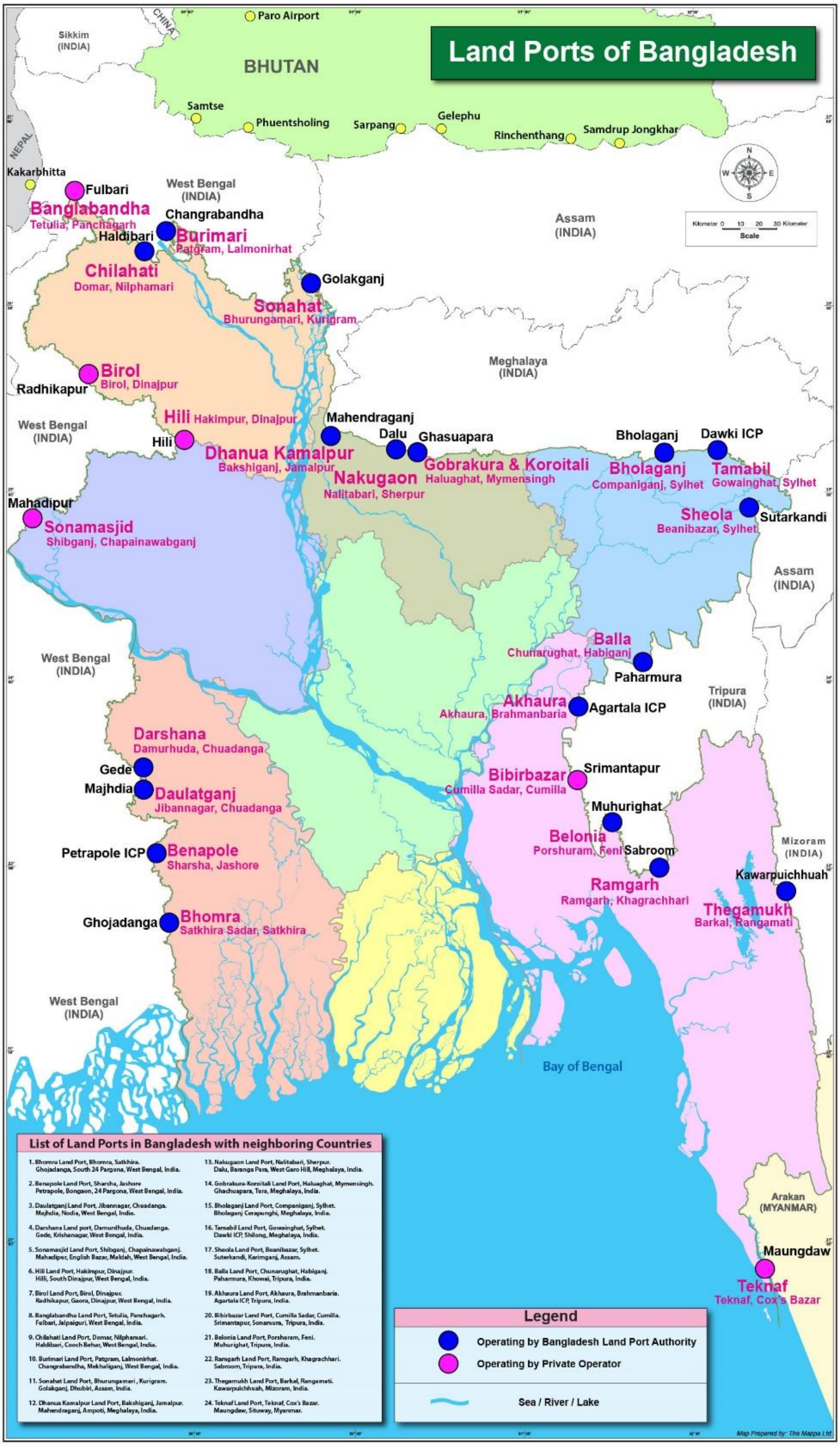


চিত্র ১১ : বাংলাদেশের মানচিত্রে স্থলবন্দরসমূহের অবস্থান পরিচিতি

## ৩.১) Subgroup on Infrastructure of ICP/LCS:

বাংলাদেশ-ভারত Joint Working Group on Trade এর ১০ম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক দুই দেশের শুল্ক স্টেশনের সক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের লক্ষ্যে Bangladesh-India Subgroup on Infrastructure of ICPs/LCs গঠন করা হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশের স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানকে দলনেতা করে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে Subgroup গঠন করা হয়, যা দুই দেশের স্থলবন্দর সংক্রান্ত জটিলতা ও অন্তরায়সমূহ দূরীকরণে ২০১৭ সাল হতে একসাথে কাজ করে যাচ্ছে। মূলত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে অবকাঠামো উন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগিতা করা এ কমিটির অন্যতম লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে গত ২৮-৩০ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে ভারতের নয়াদিল্লিতে এ কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচ্যসূচি অনুযায়ী দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর ও অন্যান্য অংশীজনের মতামত গ্রহণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

চিত্র ১২ : ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত Bangladesh-India Subgroup on Infrastructure of ICPs/LCs কমিটির ৪র্থ সভা

### ৩.২) স্থলবন্দরসমূহের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানিযোগ্য পণ্যে বিবরণ (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর ২০২২ সালের এসআরও অনুযায়ী):

| ক্র: ম: | বন্দরের নাম | আমদানিযোগ্য পণ্য | রপ্তানিযোগ্য পণ্য |
|---|---|---|---|
| ১ | বেনাপোল স্থলবন্দর | সূতা (কাস্টম্স বন্ড লাইসেন্স প্রাপ্ত শতভাগ রপ্তানিমুখী নীট পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বন্ড লাইসেন্সের আওতায় আমদানীয় সূতা ব্যতীত) ও গুড়া দুধ ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানিতব্য মালামাল। | সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য। |
| ২ | বুড়িমারী স্থলবন্দর | ক) ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ-এর নোটিফিকেশন নং ৩৪৬/ডি/কাস/৭৭, তারিখ: ২৪/০৫/১৯৭৭ এ বর্ণিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে নেপাল ও ভূটানে উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাত সকল পণ্য (সূতা ও আলু ব্যতীত);<br>খ) ডুপ্লেক্স বোর্ড, নিউজপ্রিন্ট, ক্রাফট পেপার, সিগারেট পেপারসহ সকল প্রকার পেপার ও পেপার বোর্ড, গুড়া দুধ, টোব্যাকো (প্রতিষ্ঠিত মূসক নিবন্ধিত বিড়ি উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল হিসাবে আমদানীয় তামাক ডাঁটা ব্যতীত) রেডিও টিভি পার্টস, সাইকেল পার্টস, ফরমিকা শীট, সিরামিক ওয়্যার, স্যানিটারী ওয়্যার, স্টেইনলেস স্টীল ওয়্যার, মার্বেল স্লাব এন্ড টাইলস, মিক্সড ফেব্রিক্স ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানি পণ্য। | সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য। |

| ক্র: ম: | বন্দরের নাম | আমদানিযোগ্য পণ্য | রপ্তানিযোগ্য পণ্য |
|---|---|---|---|
| ৩ | আখাউড়া স্থলবন্দর | গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, চাল, গম, পাথর (stones & bolders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ, শুটকীমাছ, সাতকড়া, আগরবাতি, জিরা, রাবার (Raw) মেইজ, stones & bolders , সয়াবিন বীজ, Bamboo products, Arjun Flower (Broom), পান, CNG, Spare parts, কাজু বাদাম, কাগজ, চিনি, জেনারেটর, ভাঙ্গা কাঁচ, চকোলেট, বেবি ওয়াইপার, কনফেকশনারি দ্রব্যাদি ও বিটুমিন। | সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য। |
| ৪ | ভোমরা স্থলবন্দর | গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছ-গাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders), কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, ব্যবহার্য কাঁচাতুলা, চাল, মশুর ডাল, কোয়ার্টজ, তাজা ফুল, খৈল, গমের ভুষি, ভুট্টা, চাউলের কুড়া, সয়াবিন কেক, শুটকী মাছ (প্যাকেটজাত ব্যতীত), হলুদ, জীবন্ত মাছ, হিমায়িত মাছ, পান, মেথি (FENUGREE SEEDS), মাছ, চিনি, মসলা, জিরা, মোটর পার্টস, স্টেইনলেস স্টীল ওয়্যার, রেডিও টিভি পার্টস, মার্বেল স্লাব, তামাক ডাটা (প্রতিষ্ঠিত মূসক নিবন্ধিত বিড়ি উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল হিসাবে আমদানীয়), শুকনা তেতুঁল, ফিটকিরী, Aluminium এর Tableware, Kitchenware, Fish feed, আগরবাতি, জুতার Sole, শুকনা কুল, Adhesive, Fly ash, তাজা ও শুকনা ফলমূল, সকল প্রকার তাজা সবজি, শুকনা মরিচ, কাঁচা মরিচ, ধনে, সকল প্রকার খৈল, ফায়ার ক্লে, থান ক্লে, সেন্ড স্টোন, মার্বেল চিপস্, ডলোমাইট, ফ্লোগোফাইট, ট্যালক,পটাশ, ফেলসপার, গ্রানুলেটেড স্ল্যাগ, সোডা পাউডার, তিল, সরিষা, রেডিমেড গার্মেন্টস্, ইমিটেশন জুয়েলারি, সুপারি, হার্ডওয়্যার, গ্রানাইট স্ল্যাব। | সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য। |
| ৫ | নাকুগাঁও স্থলবন্দর | ক) ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ-এর নোটিফিকেশন নং ৩৪৬/ডি/কাস/৭৭, তারিখ: ২৪/০৫/১৯৭৭ এ বর্ণিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে নেপাল ও ভূটানে উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাত সূতা ও আলু ব্যতীত সকল পণ্য;<br>খ) গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders), কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ। | সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য। |
| ৬ | তামাবিল স্থলবন্দর | ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নোটিফিকেশন নং-৩৪৬/ডি/কাস/৭৭, তারিখ: ২৪/০৫/১৯৭৭ এ বর্ণিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে নেপাল ও ভূটানে উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজান সূতা ও আলু ব্যতীত সকল পণ্য।<br>খ) মাছ, সূতা, গুঁড়া দুধ, চিনি ও আলু (HS Code 0701.90.19 ও 0701.90.29)ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানিতব্য মালামাল, গবাদিপশু। | সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য। |
| ৭ | দর্শনা স্থলবন্দর | গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ, চাল, ভূষি, ভূট্টা, বিভিন্ন প্রকার খৈল, পোল্ট্রি ফিড, ফ্লাই অ্যাশ, রেলওয়ে স্লিপার, বিল্ডিং স্টোন, রোড স্টোন, স্যান্ড স্টোন, বিভিন্ন প্রকার ক্লে, গ্রানুলেটেড স্লাগ, জিপসাম, স্পঞ্জ, আয়রন, পিগ আয়রন, ক্লিংকার, কোয়ার্টজ, ডাল, কাঁচা তুলা ও তুলার বেল। | সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য |
| ৮ | বিলোনিয়া স্থলবন্দর | গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders), কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ। | সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য |

| ক্র: ম: | বন্দরের নাম | আমদানিযোগ্য পণ্য | রপ্তানিযোগ্য পণ্য |
|---|---|---|---|
| ৯ | গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর | গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders),কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ, ফুল ঝাড়ু, ডাব, হরুদ, কাজুবাদাম, তেঁতুল, তিল, সরিষা ভূষি, চাউলের কুড়া। | সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য |
| ১০ | রামগড় স্থলবন্দর | গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ। | সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য। |
| ১১ | সোনাহাট স্থলবন্দর | পাথর, কয়লা, তাজা ফল, ভূট্টা, গম, চাল, ডাল,রসুন, আদা, পেঁয়াজ। | সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য |
| ১২ | তেগামুখ স্থলবন্দর | গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ। | সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য |
| ১৩ | চিলাহাটী স্থলবন্দর | ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নোটিফিকেশন নং-৩৪৬/ডি/কাস/৭৭, তারিখ: ২৪/০৫/১৯৭৭ এ বর্ণিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে নেপাল ও ভূটানে উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাত (সূতা ও আলু ব্যতীত) ।<br>খ) গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ। | সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য |
| ১৪ | দৌলতগঞ্জ স্থলবন্দর | গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders),কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ। | সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য |
| ১৫ | ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দর | গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ, কাঁচা সুপারি, চাল, শুঁটকি মাছ, তেতুঁল, বাঁশ, পান, মসুর ডাল,ভূট্টা, গমের ভূষি, তেজপাতা, হলুদ, গোলমরিচ, টমেটো, শূকনা কুল, জিরা। | সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য |
| ১৬ | শেওলা স্থলবন্দর | গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ এবং তাজাফুল, মোটরসাইকেলের যন্ত্রাংশে (টায়ার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ) এবং গার্মেন্টস সামগ্রী, ওয়েল্ডিং রড ও শুটকি মাছ। | সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য |
| ১৭ | বাল্লা স্থলবন্দর | গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders), কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ। | সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য |
| ১৮ | সোনামসজিদ স্থলবন্দর | ডুপ্লেক্স বোর্ড, নিউজপ্রিন্ট, ক্রাফট পেপার, সিগারেট পেপারসহ সকল প্রকার পেপার ও পেপার বোর্ড, সূতা, গুঁড়া দুধ, জুস, টোব্যাকো (প্রতিষ্ঠিত মূসক নিবন্ধিত বিড়ি উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল হিসাবে আমদানীয় তামাক ডাঁটা ব্যতীত) অন্যান্য সকল প্রকার আমদানি পণ্য। | সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য |
| ১৯ | হিলি স্থলবন্দর | ডুপ্লেক্স বোর্ড, নিউজপ্রিন্ট, ক্রাফট পেপার, সিগারেট পেপারসহ সকল প্রকার পেপার ও পেপার বোর্ড, সূতা, গুঁড়া দুধ, জুস, টোব্যাকো (প্রতিষ্ঠিত মূসক নিবন্ধিত বিড়ি উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল হিসাবে আমদানীয় তামাক ডাঁটা ব্যতীত) অন্যান্য সকল প্রকার আমদানি পণ্য | সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য। |

| ক্র: ম: | বন্দরের নাম | আমদানিযোগ্য পণ্য | রপ্তানিযোগ্য পণ্য |
|---|---|---|---|
| ২০ | বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর | ক) ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ-এর নোটিফিকেশন নং ৩৪৬/ডি/কাস/৭৭, তারিখ: ২৪/০৫/১৯৭৭ এ বর্ণিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে ভূটানে উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাত সকল পণ্য (সূতা ও আলু ব্যতীত) এবং নেপালে উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাত সকল পণ্য ও বন্ডেড প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত এক্রাইলিক সূতা (অন্যান সূতা ও আলু ব্যতীত) ।<br>খ) ভারত থেকে ডুপ্লেক্স বোর্ড, নিউজপ্রিন্ট, ক্রাফট পেপার, সিগারেট পেপারসহ সকল প্রকার পেপার ও পেপার বোর্ড,মাছ, সূতা আলু (HS Code 0701.90.19 ও 0701.90.29), গুঁড়া দুধ, জুস, টোব্যাকো (প্রতিষ্ঠিত মূসক নিবন্ধিত বিড়ি উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল হিসাবে আমদানীয় তামাক ডাঁটা ব্যতীত), রেডিও-টিভি পার্টস, সাইকেল পার্টস, মোটর পার্টস, ফরমিকা শীট, সিরামিক ওয়্যার, স্যানিটারী ওয়্যার, স্টেইনলেস স্টীলওয়্যার, মার্বেল স্ল্যাব এন্ড টাইলস, মিক্সড ফেব্রিক্স ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানিতব্য মালামাল/ পণ্য। | সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য। |
| ২১ | টেকনাফ স্থলবন্দর | সূতা, গুড়া দুধ, চিনি ও আলু (HS Code 0701.90.19 ও 0701.90.29)ব্যতীত সকল প্রকার আমদানিতব্য পণ্য। | সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য। |
| ২২ | বিবির বাজার স্থলবন্দর | গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, চাল, গম, পাথর (Stone & Boulders),কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ, পান, CNG spare Parts, শুঁটকি মাছ, কাঁচা চামড়া, বিভিন্ন প্রকার মসলা, জিরা, ভূট্টা, সাতকরা, আগরবাতি, Arjun Flower (Broom), কাজু বাদাম, কাগজ, চিনি, জেনারেটর, ভাঙ্গা কাঁচ, চকোলেট, বেবি ওয়াইপার, কনফেকশনারি দ্রব্যাদি ও বিটুমিন । | সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য। |
| ২৩ | বিরল স্থলবন্দর | গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছ-গাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ, Soyabean Extract, Rape Seed Extract,Maize, DORB (Dry oil Rice Bran), চাল ও ডিজেল)। | সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য। |
| ২৪ | ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর | গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stones and boulders), কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, | সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য। |

## ৩.৩) বিগত ৫(পাঁচ) বছরের পণ্য হ্যান্ডলিং (ম্যানুয়াল/ইক্যুইপমেন্ট/ট্রান্সশিপমেন্ট) এর পরিমাণ নিম্নরূপ:

**(লক্ষ মে.টন)**

| অর্থ বছর | ২০১৭-১৮ | ২০১৮-১৯ | ২০১৯-২০ | ২০২০-২১ | ২০২১-২২ |
|---|---|---|---|---|---|
| বেনাপোল | ২৬.১৫ | ২৯.১২ | ৩২.১৩ | ৩৩.১৭ | ৩৯.৯৩ |
| ভোমরা | ২৬.২৯ | ২২.৮৭ | ২৩.৩১ | ৩২.৯৬ | ২৯.৯২ |
| বুড়িমারী | ৬৯.৭৯ | ৯০.০১ | ৭৩.৫৭ | ৯১.৯৩ | ৬৭.৬১ |
| নাকুগাঁও | ০.০৭ | ০.৬৫ | ০.৯৫ | ১.৬৬ | ২.৩৩ |
| তামাবিল | ৭.৮১ | ১৮.৫৪ | ১৪.৭৯ | ২৫.০২ | ৩৩.৭৮ |
| সোনাহাট | ০.০০ | ৪.৮৩ | ৪.১৩ | ১৪.২৩ | ১৮.৩৫ |

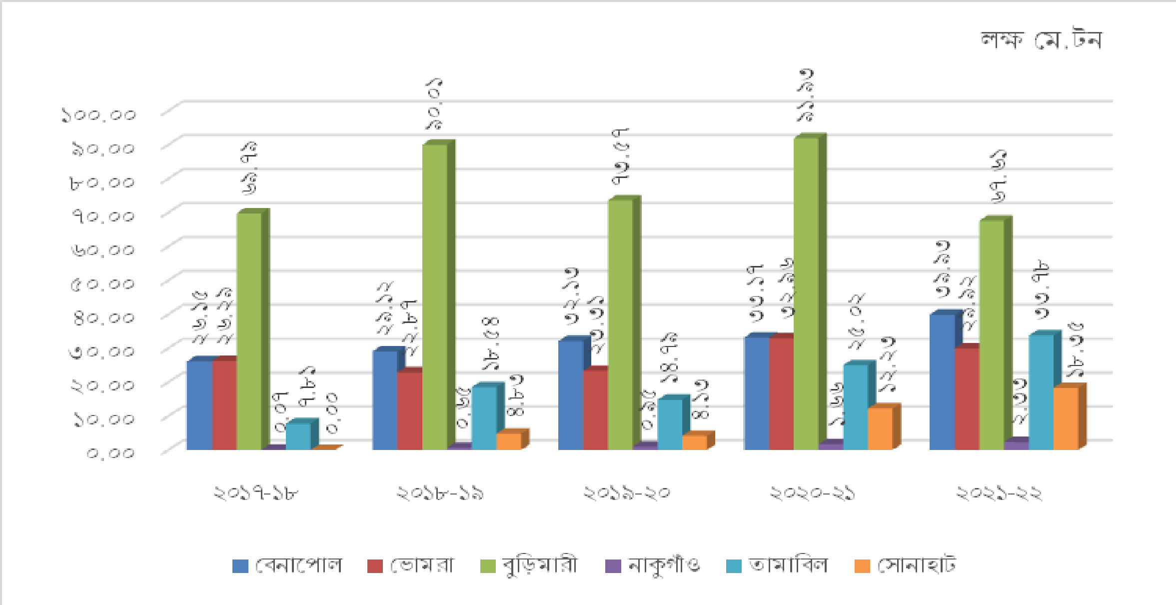


চিত্র ১৩ : বন্দর ভিত্তিক পণ্য হ্যান্ডলিং লেখচিত্র

### ৩.৪) বিগত ৫(পাঁচ) বছরে বন্দর ভিত্তিক আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য: **(লক্ষ মে.টন)**

| ক্রম | স্থলবন্দরের নাম | | ২০১৭-১৮ | ২০১৮-১৯ | ২০১৯-২০ | ২০২০-২১ | ২০২১-২২ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | বেনাপোল | আমদানি | ১৯.৮৮ | ২১.৮১ | ২০.৩৮ | ২৭.৭৮ | ২২.১৩ |
| | | রপ্তানি | ৩.৫৩ | ৪.০১ | ৩.১৭ | ২.৯৭ | ৪.১৯ |
| ২ | বুড়িমারী | আমদানি | ৭০.৪৯ | ৮২.২৩ | ৩২.৮৮ | ৪৬.১৪ | ৩৩.৯১ |
| | | রপ্তানি | ১.২১ | ১.৪৭ | ১.১৮ | ১.৭১ | ১.৯০ |
| ৩ | ভোমরা | আমদানি | ৪৬.৫৬ | ২২.০২ | ২৫.১৬ | ২৪.১০ | ৩২.৫৯ |
| | | রপ্তানি | ১.২০ | ৩.১২ | ২.০৬ | ২.১৬ | ২.৬২ |
| ৪ | সোনাহাট | আমদানি | ০.০০ | ১.৩৬ | ২.০৪ | ৭.১১ | ৯.১৭ |
| | | রপ্তানি | ০.০০ | ০.০০ | ০.০৬ | ০.১৭ | ০.১৯ |
| ৫ | তামাবিল | আমদানি | ৭.৮২ | ১৮.৫৬ | ১৪.৮০ | ১২.৫২ | ৩১.৬৪ |
| | | রপ্তানি | ০.০২ | ০.০১ | ০.০১ | ০.০১ | ০.০১ |
| ৬ | নাকুগাঁও | আমদানি | ০.০৯ | ০.৬৬ | ০.৮৫ | ১.৫২ | ২.৭৬ |
| | | রপ্তানি | ০.০১ | ০.০১ | ০.০১ | ০.০০ | ০.০০ |
| ৭ | আখাউড়া | আমদানি | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.৯৬ |
| | | রপ্তানি | ২.০২ | ২.১০ | ১.৪২ | ১.৩২ | ০.৯১ |
| ৮ | বাংলাবান্ধা | আমদানি | ১২.০৭ | ১৭.৯৭ | ১১.৮৬ | ১৬.৯৩ | ১৬.৫৫ |
| | | রপ্তানি | ০.৬৯ | ০.৪৩ | ১.১৩ | ১.১২ | ১.৬৪ |
| ৯ | বিবিরবাজার | আমদানি | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০২ | ০.৪৯ |
| | | রপ্তানি | ১.৫৮ | ১.৭০ | ১.৩৪ | ১.২৮ | ০.৯৭ |
| ১০ | সোনামসজিদ | আমদানি | ২৬.৭৩ | ২৩.৭৮ | ১৩.০৯ | ৩৩.২৯ | ২৮.৮১ |
| | | রপ্তানি | ০.১২ | ০.১৫ | ০.১৩ | ০.১৯ | ০.২০ |
| ১১ | হিলি | আমদানি | ১৬.৪৪ | ১৩.৭৯ | ১৮.০৬ | ২১.২৩ | ১৮.৭৩ |
| | | রপ্তানি | ০.১৬ | ০.৩৭ | ০.২২ | ০.২৭ | ০.১৫ |
| ১২ | টেকনাফ | আমদানি | ১.৬০ | ১.০৪ | ১.৯৮ | ০.৭৫ | ২.৩৩ |
| | | রপ্তানি | ০.০৩ | ০.০৬ | ০.০৪ | ০.০৩ | ০.১১ |
| **মোট** | | **আমদানি** | **২০১.৭০** | **২০৩.২১** | **১৪১.০৮** | **১৯১.৪০** | ২০০.০৭ |
| | | | | | | | |
| | | **রপ্তানি** | **১০.৫৬** | **১৩.৪৪** | **১০.৭৭** | **১১.২৩** | ১২.৮৯ |

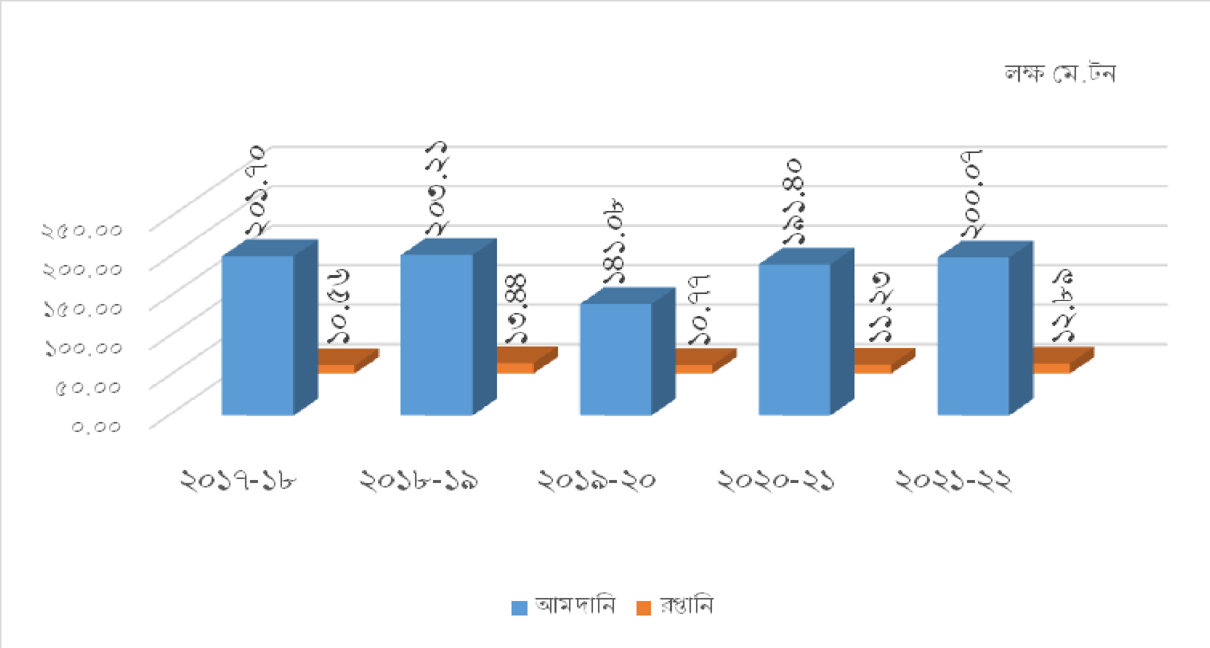


চিত্র ১৪ : বিগত ৫ (পাঁচ) বছরে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের মোট আমদানি-রপ্তানির লেখচিত্র

### ৩.৫) আন্তর্জাতিক যাত্রীসেবা:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (বাস্থবক) অবকাঠামো সুবিধা নির্মাণপূর্বক দেশের ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় একটি সেবা প্রদানকারী সংস্থা। প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করাই এর লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে বন্দর এলাকায় ব্যবসায়ী, ভ্রমণকারী, চিকিৎসা ও সেবা প্রত্যাশী যাত্রীগণসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে সেবা প্রদান করা হয়। বর্তমানে চালুকৃত ১২টি স্থলবন্দরের মধ্যে সোনাহাট ব্যতিত সকল স্থলবন্দরে যাত্রী গমনাগমনের জন্য ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা রয়েছে। এ সকল বন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে পাসপোর্টধারী যাত্রীগণ ভারত ও মায়ানমারে গমনাগমন করে থাকে। যাত্রীসেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বেনাপোল স্থলবন্দরে একটি আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়েছে। বাস্থবকের অধীনে বেনাপোলসহ বুড়িমারী, নাকুগাঁও, বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরে যাত্রীদের বসার ব্যবস্থা, বিশ্রামাগার, উন্নত টয়লেট ও বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে। এ সকল সেবা প্রদানের বিনিময়ে যাত্রীগণের নিকট হতে নির্ধারিত ফি গ্রহণ করা হয়।

| ক্র:ম | বন্দরের নাম | ২০২১-২২ | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| | | বহির্গমন | আগমন | |
| ১. | বেনাপোল স্থলবন্দর | ৩০৩১২৭ | ২৫৫৪৭১ | যাত্রীদের অবস্থান, নিরাপত্তা, মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধী যাত্রীদের জন্য বিশেষ সুবিধা এবং টয়লেট সুবিধা রয়েছে। |
| ২. | বুড়িমারী স্থলবন্দর | ১৭২৩৩ | ১৫১৪৮ | |
| ৩. | নাকুগাঁও স্থলবন্দর | ০০ | ০০ | |
| ৪. | বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর | ৬৫৮৯ | ৯৮৩৫ | |
| ৫. | ভোমরা স্থলবন্দর | ৩২৯০৬ | ৩৬৩৪৬ | ইমিগ্রেশন কার্যক্রম বন্দরের বাইরে সম্পন্ন হয় বিধায় যাত্রী ফি আদায় করা হয়না। |
| ৬. | সোনামসজিদস্থলবন্দর | ১৫ | ৩৬২ | |
| ৭. | হিলি স্থলবন্দর | ১৪০৬৮ | ১৩,০৪৫ | |
| ৮. | আখাউড়া স্থলবন্দর | ৫৩৮২৩ | ৬১১৫০ | |
| ৯. | তামাবিল স্থলবন্দর | ৫৫২৩ | ৪৯৮৫ | |
| ১০. | বিবিরবাজার স্থলবন্দর | ৪২ | ৫৬ | |
| ১১. | সোনাহাট স্থলবন্দর | ---- | ---- | ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা চালু নেই। |
| ১২. | টেকনাফ স্থলবন্দর | ---- | ---- | রোহিঙ্গা জন্য আপাততঃ যাত্রী গমনাগমন বন্ধ রয়েছে। |

চিত্র ১৫ : আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল, বেনাপোল স্থলবন্দর, যশোর

চিত্র ১৬ : আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল, বেনাপোল স্থলবন্দর, যশোর

## ৪.০) অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ:

প্রতিবেশী দেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন স্থলবন্দর উন্নয়ন ও সম্প্রসাণের আধুনিকরণের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে মোট ০৬ (ছয়)টি উন্নয়ন প্রকল্পের বিপরীতে মোট ২৩১.৪১ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতির পরিমাণ ২২৮.৪৪ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৯৮.৭২%। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সংস্থাসমূহের মধ্যে বাজেট বাস্তবায়নে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ ২য় অবস্থানে রয়েছে।

## ৪.১) ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ:

| ক্রম নং | প্রকল্পের নাম | লক্ষমাত্রা (কোটি টাকায়) | অগ্রগতির হার | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ১. | "বাল্লা স্থলবন্দর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প | ১৭.০০ | ১০০% | চলমান |
| ২. | "বিলোনিয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প | ৭.০০ | ১০০% | চলমান |
| ৩. | "ধানুয়া কামালপুর স্থলবন্দর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প | ২৩.০০ | ৯২.৬৯% | চলমান |
| ৪. | "গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প | ৩৩.০০ | ৯৬.১০% | সমাপ্ত |
| ৫. | "Bangladesh Regional Connectivity Project-1: Development of Sheola, Bhomra, Ramgarh Land Port and Upgradation of Security system of Benapole Land port" শীর্ষক প্রকল্প | ১৪৬.৪১০০ | ১০০% | চলমান |
| ৬. | "বেনাপোল স্থলবন্দরে কার্গোভেহিকেল টার্মিনাল নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প | ৪.৯৫০ | ১০০% | চলমান |

## ৪.২) চলমান উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন কার্যক্রমসমুহ:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চলমান প্রকল্পের বিবরণ:

| ক্রঃ | প্রকল্পের নাম | প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা) | সময়কাল | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
|---|---|---|---|---|
| ১. | ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দর উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) | ৫৯.৩০০ | জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত | প্রধান প্রধান কাজঃ জমি অধিগ্রহণ, ওয়্যারহাউজ, ওপেন ইয়ার্ড, পার্কিং ইয়ার্ড, ট্রান্সশিপমেন্ট শেড, ড্রেন, রাস্তা, অফিস, ব্যারাক ও ডরমিটরী নির্মাণসহ অন্যান্য কাজ |
| ২. | গোবরাকুড়া স্থলবন্দর উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) | ৭৫.১৭২৬ | জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত | প্রধান প্রধান কাজঃ জমি অধিগ্রহণ, ওয়্যারহাউজ, ওপেনইয়ার্ড, পার্কিংইয়ার্ড, ট্রান্সশিপমেন্ট শেড, ড্রেন, রাস্তা, অফিস, ব্যারাক ও ডরমিটরী নির্মাণসহ অন্যান্য কাজ |
| ৩. | বিলোনিয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন (বিশেষ সংশোধন) | ৩৮.৬৮৩৪ | জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ | প্রধান প্রধান কাজঃ জমি অধিগ্রহণ, ওয়্যারহাউজ, ওপেনইয়ার্ড, পার্কিং ইয়ার্ড, ট্রান্সশিপমেন্ট শেড, ড্রেন, রাস্তা, অফিস, ব্যারাক ও ডরমিটরী নির্মাণসহ অন্যান্য কাজ |
| ৪. | বাল্লা স্থলবন্দর উন্নয়ন | ৪৮.৯০৪৯ | জুলাই ২০১৭ হতেজুন ২০২৩ পর্যন্ত | প্রধান প্রধান কাজঃ জমি অধিগ্রহণ, ওয়্যারহাউজ, ওপেন ইয়ার্ড, পার্কিং ইয়ার্ড, ট্রান্সশিপমেন্ট শেড, ড্রেন, রাস্তা, অফিস, ব্যারাক ও ডরমিটরী নির্মাণসহ অন্যান্যকাজ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৫. | Bangladesh Regional Connectivity Project-1: Development of Sheola, Bhomra, Ramgarh Land port & Up-gradation of Security System of Benapole Land Port (১ম সংশোধিত) | ৭৩১.৮৬০০ | জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩ | প্রধান প্রধান কাজঃ শেওলা, ভোমরা এবং রামগড় স্থলবন্দরে জমি অধিগ্রহণ, ওয়্যারহাউজ, ওপেন ইয়ার্ড, পার্কিং ইয়ার্ড, ট্রান্সশিপমেন্ট শেড, ড্রেন, রাস্তা, অফিস, ব্যারাক ও ডরমিটরী নির্মাণসহ অন্যান্য কাজ। এছাড়া বেনাপোল স্থলবন্দরে সিকুউরিটি সিস্টেম এর উন্নয়ন কাজ। |
| ৬ | বেনাপোল স্থলবন্দরে কার্গোভেহিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণ | ২৮৯.৬৮১৫ | জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত | প্রধান প্রধান কাজঃ জমি অধিগ্রহণ, পার্কিং ইয়ার্ড, ড্রেন, রাস্তা, ব্যারাক নির্মাণসহ অন্যান্য কাজ |

## চলমান উন্নয়ন কাজের খন্ড চিত্রঃ

### গোবড়াকুড়া স্থলবন্দরের চলমান উন্নয়নের খন্ড চিত্রঃ

চিত্র ১৭: নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল এঁর গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দরের পরিদর্শন

চিত্র ১৮: গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দরের প্রশাসনিক ভবন

চিত্র ১৯: গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দরের নবনির্মিত শেড

## বিলোনিয়া স্থলবন্দরের চলমান উন্নয়নের খন্ড চিত্রঃ

চিত্র ২০: নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল এর বিলোনিয়া স্থলবন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন

চিত্র ২১: বিলোনিয়া স্‌থলবন্দরে নবনির্মিত প্রবেশ গেইট

চিত্র ২২: বিলনিয়া স্থলবন্দরের ওয়েজব্রীজ স্কেল এর উন্নয়ন কার্যক্রম

চিত্র ২৩ : বিলোনিয়া স্থলবন্দরে নির্মিত ওয়েব্রীজ স্কেল

চিত্র ২৪: বিলোনিয়া স্থলবন্দরের চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম

## ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দরে চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমের খন্ড চিত্রঃ

চিত্র ২৫ : ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দরে নির্মিত ওপেন ইয়ার্ড

চিত্র ২৬ : ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দরের নির্মানাধীন প্রশাসনিক ভবন

## বাল্লা স্থলবন্দরে চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমের খন্ড চিত্রঃ

চিত্র ২৭: বাল্লা স্থলবন্দরে নির্মাণাধীন সীমানা প্রাচীর

চিত্র ২৮ : বাল্লা স্থলবন্দরে নির্মানাধীন ওপেন ইয়ার্ড

## শেওলা স্থলবন্দরের উন্নয়নের খন্ড চিত্রঃ

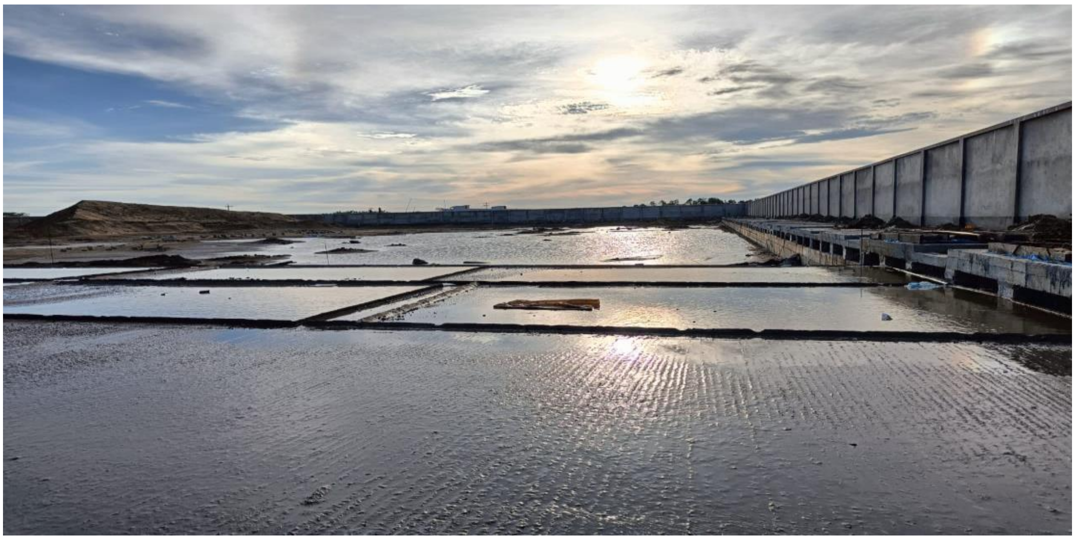

চিত্র ২৯: শেওলা স্থলবন্দরে নির্মানাধীন ওপেন ইয়ার্ড

চিত্র ৩০: শেওলা স্থলবন্দরে নির্মানাধীন ডরমিটরি ভবন

## রামগড় স্থলবন্দরের উন্নয়নের খন্ড চিত্রঃ

চিত্র ৩১: রামগড় স্থলবন্দরে নির্মানাধীন প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল

চিত্র ৩২: রামগড় স্থলবন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম

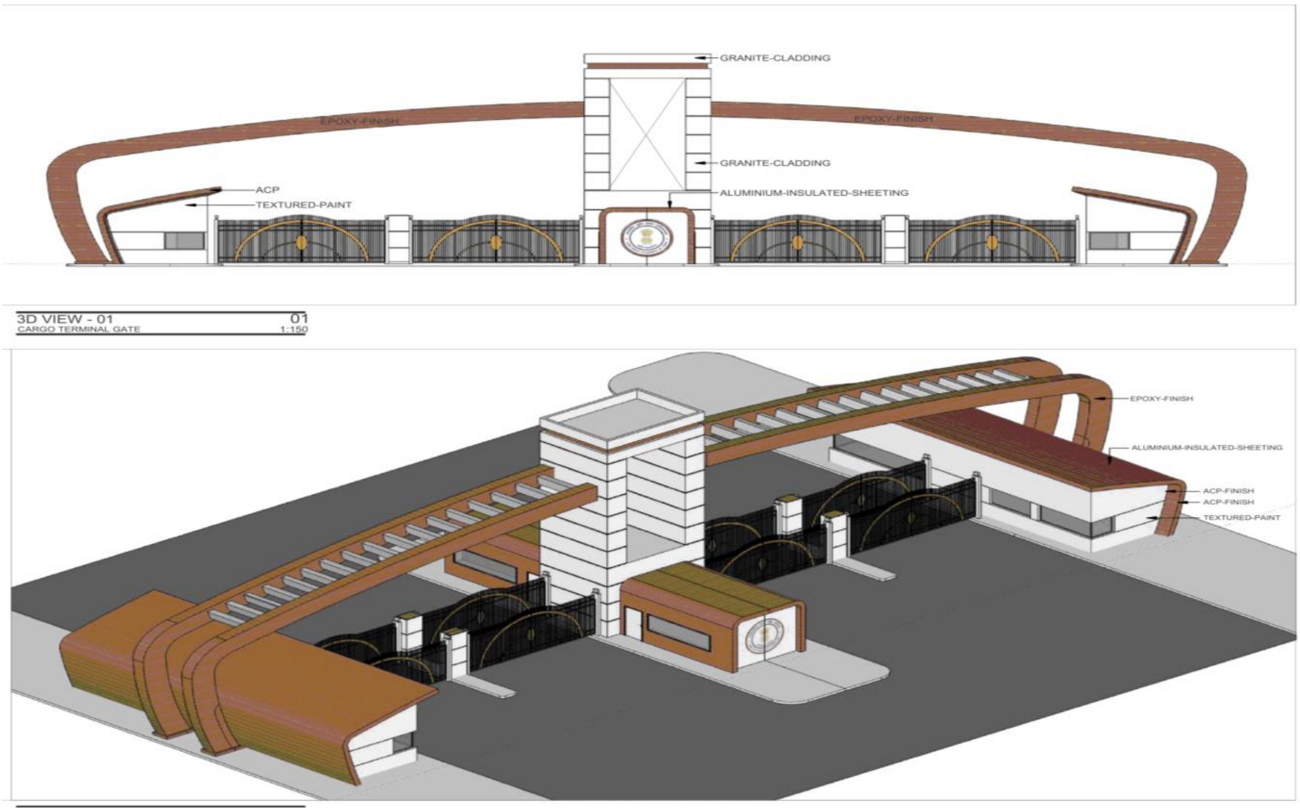


চিত্র ৩৩: প্রস্তাবিত ভারত বাংলাদেশ সমন্বিত দ্বিতীয় কার্গো গেট

## ৪.৩) ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কার্যক্রম :

- বিশ্বব্যাংক (WB) এর আর্থিক সহায়তায় প্রায় ৩০০০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বেনাপোল, ভোমরা ও বুড়িমারী স্থলবন্দর সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ।
- এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) এর আর্থিক সহযোগিতায় ২১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে প্যাসেঞ্জার টার্মিনালয় ভবন নির্মাণ আখাউড়া ও তামাবিল স্থলবন্দর সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ;
- বিশ্বব্যাংকের (WB) অর্থায়নে Bangladesh Regional Connectivity Project-1আওতায় চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলাধীন দর্শনা স্থলবন্দর ও সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলাধীন ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দরের জমি অধিগ্রহণ এবং অবকাঠামো উন্নয়ন ।

চিত্র ৩৪: বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন রোডম্যাপ

## ৫.০) বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরের বন্দরভিত্তিক আয়ের উপাত্ত নিম্নে সারণিতে দেয়া হ'ল:

নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বন্দরসমূহের আয়ের উপাত্ত (কোটি টাকায়)

| স্থলবন্দরের নাম | ২০১৭-১৮ | ২০১৮-১৯ | ২০১৯-২০ | ২০২০-২১ | ২০২১-২২ |
|---|---|---|---|---|---|
| বেনাপোল | ৪৮.৭৩ | ৮২.৩৭ | ৮৩.৭৭৬ | ৮২.৯৭ | ৭৩.৭৯ |
| বুড়িমারী | ৪৬.২৪ | ৫৭.৩ | ৪৭.৬৮৫ | ৬৬.৭৫ | ৫৫.৪৭ |
| আখাউড়া | ০.০৫ | ০.২ | ০.২৯৭ | ০.৩৭ | ০.৯০ |
| ভোমরা | ২১.০৪ | ১৮.৭৪ | ১৯.৪৯৪ | ৩১.৭ | ৩৯.৩৮ |
| নাকুগাঁও | ০.১১ | ০.৬৮ | ০.৮৬৪ | ১.৫৯ | ২.৮৯ |
| সোনাহাট | ০. | ৩.৭৩ | ২.৯৪৮ | ১০.৩৪ | ১৪.০৮ |
| তামাবিল | ৬.৪৬ | ১৫.২৬ | ১২.৪৫৫ | ২০.৯৪ | ২৯.৩০ |

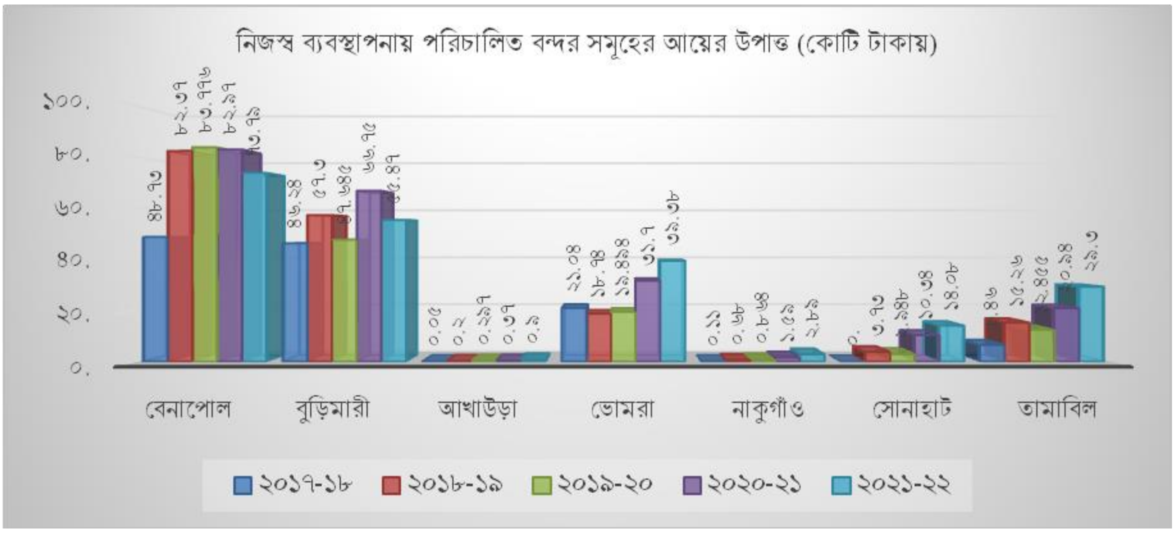


চিত্র ৩৫: নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বন্দরভিত্তিক আয়ের লেখচিত্র

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বন্দরসমূহের আয়ের উপাত্ত

(কোটি টাকায়)

| স্থলবন্দরের নাম | ২০১৭-১৮ | ২০১৮-১৯ | ২০১৯-২০ | ২০২০-২১ | ২০২১-২২ |
|---|---|---|---|---|---|
| টেকনাফ | ৪.৭৫ | ৩.৬৮ | ৬.৫০৮ | ৩.৫৮ | ৯.২৩ |
| সোনামসজিদ | ৩.৮৩ | ৩.৪ | ২.৩৮৫ | ৮.৪ | ৯.২২ |
| হিলি | ৬.০৮ | ৬.৯১ | ৭.৭১৬ | ৯.১২ | ৮.৫৬ |
| বিবিরবাজার | ০.০১ | ০.০২ | ০.০১৭ | ০.০২ | ০.০৪ |
| বাংলাবান্ধা | ০.৪৭ | ৩.১৫ | ২.৩২৬ | ৩.৫৫ | ৩.৬৩ |
| মোট= | ১৫.১৪ | ১৭.১৭ | ১৮.৯৫ | ২৪.৬৭ | ৩০.৬৮ |

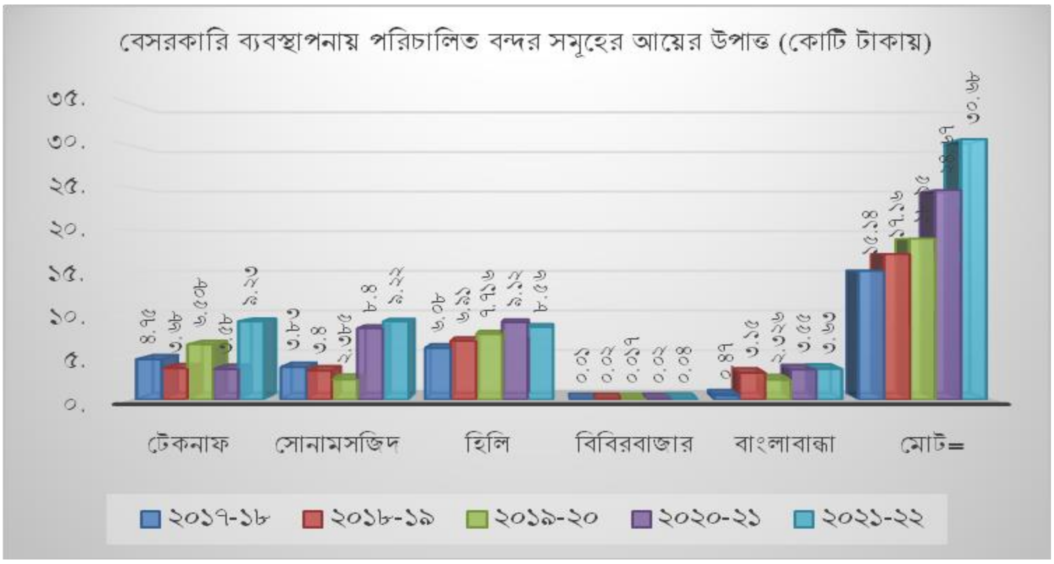


চিত্র ৩৬: বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বন্দরভিত্তিক আয়ের লেখচিত্র

## ৫.১) বিগত ৫(পাঁচ) বছরে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের মোট আয়ের পরিসংখ্যান:

(কোটি টাকায়)

| ২০১৭-১৮ | ২০১৮-১৯ | ২০১৯-২০ | ২০২০-২১ | ২০২১-২২ |
|---|---|---|---|---|
| ১৪৮.৩৪ | ২১০.৯৩ | ২০৩.৩ | ২৬৩.৪৮ | ২৭২.৩২ |

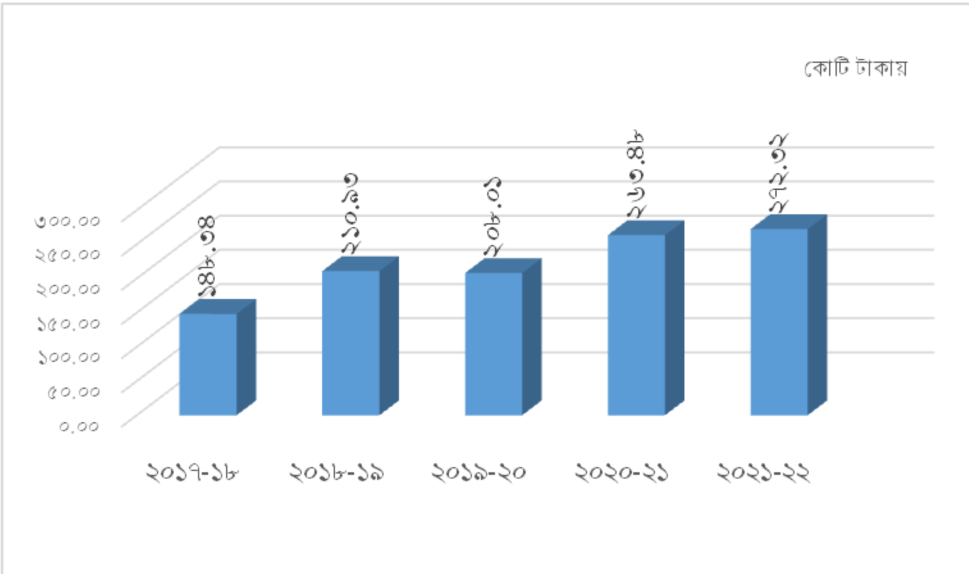


চিত্র ৩৭ : বিগত ৫(পাঁচ) বছরে বাস্থবকের মোট আয়ের লেখচিত্র

২০২০-২০২১ হতে ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৮.৮৪ কোটি টাকা অর্থাৎ ৩.৩৬% এবং বিগত পাঁচ বছরে (২০১৭-১৮ হতে ২০২১-২২ পর্যন্ত) বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে (২৭২.৩২-১৪৮.৩৪)= ১২৩.৯৮ কোটি টাকা যা শতকরা হারে ৪৫.৫২%।

## ৫.২) সরকারী কোষাগারে ভ্যাট, আয়কর ও লভ্যাংশ বাবদ জমার বিবরণ :

(কোটি টাকায়)

| ২০১৭-১৮ | ২০১৮-১৯ | ২০১৯-২০ | ২০২০-২০২১ | ২০২১-২০২২ |
|---|---|---|---|---|
| ৩১.১৩ | ৪৩.৪৪ | ৪৫.৩৫ | ৪৬.৯৫ | ৭৮.৯৫ |

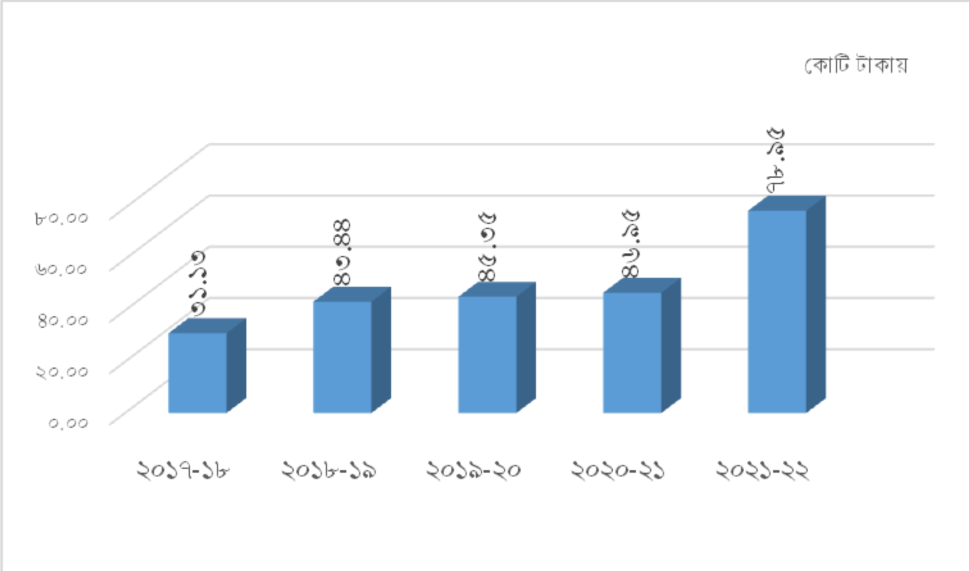


চিত্র ৩৮ : সরকারী কোষাগারে ভ্যাট আয়কর ও লভ্যাংশ বাবদ জমার বিবরণ এর লেখচিত্র

## ৫.৩) হিসাব সংক্রান্ত পলিসি:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ হিসাব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে নিম্নলিখিত নীতি অনুসরণ করা হয়:

ক) লেনদেনের রেকর্ড নগদ ভিত্তিতে সংরক্ষণ করা হয়। অতঃপর IAS, BAS, এবং GAAP অনুযায়ী আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। প্রত্যেক বন্দরের জন্য পৃথক হিসাব বহি রাখা হয় এবং বছর শেষে সমন্বিত আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়।

খ) স্থায়ী সম্পত্তি: জমি ও জমির উন্নয়ন ছাড়া ক্রয়মূল্য থেকে পুঞ্জীভূত অবচয় বাদ দিয়ে সকল স্থায়ী সম্পদ প্রদর্শন করা হয়।

গ) আয়কর: ১৯৮৪ সালের আয়কর অধ্যাদেশ সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি অনুযায়ী আয়কর নির্ণয়, উৎস কর্তন ও সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়।

ঘ) ভ্যাট: ১৯৯১ সালের ভ্যাট আইন ও মূল্য সংযোজন কর এবং সম্পূরক শুল্ক আইন-২০১২ অনুযায়ী ভ্যাট নির্ণয়, উৎস কর্তন ও সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়।

## ৬.০) অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য :

(কোটি টাকায় )

| ক্রমিক | মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম | অডিট আপত্তি | | ব্রডশীটে জবাবের সংখ্যা | নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি | | অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | সংখ্যা | টাকার পরিমাণ | | সংখ্যা | টাকার পরিমাণ | সংখ্যা | টাকার পরিমাণ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ১. | বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ | পূর্বে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ৭৪টি এবং ২০১৭-২০১৮ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ৭৪টি নতুন অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। | ২৪৬.৫৯ | ০০ | ০০টি | ০০ | ১৪৮ | ২৪৬.৫৯ |
| সর্বমোট= | | ১৪৮ টি | ২৪৬.৫৯ | ০০ | ০০টি | ০০ | ১৪৮ | ২৪৬.৫৯ |

পরিবহন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ২০১৭-২০১৮ খ্রি. হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সরকারী নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। নিরীক্ষায় মোট ৭৪টি অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে যাতে জড়িত টাকার পরিমাণ ২০৮,৩০,৮২,৭২৮.০০ টাকা। নতুন আপত্তিসহ সংস্থার সর্বমোট অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৪৮টি এবং জড়িত টাকার পরিমাণ ২৪৬,৫৯,৩৭,৬২৩.০০ টাকা।

তাছাড়া সংস্থার অনিষ্পন্ন NSFI ভূক্ত অনুচ্ছেদ নিষ্পত্তির জন্য ০৭/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখে বাস্তবকের সভা কক্ষে দ্বি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মোট ১৮টি অনুচ্ছেদ নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং ০৯টি আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিবহন অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হবে।

## ৬.১) হিসাব নিরীক্ষার অগ্রগতি:

২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরের নিরীক্ষা কার্যক্রম শেষে নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিবেদন দাখিল করেছে। তাছাড়া ২০১৯-২০২০, ২০২০-২০২১ অর্থবছরের নিরীক্ষা ফার্ম নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। ২০২১-২০২২ ও ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের নিরীক্ষা ফার্ম নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

## ৬.২) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা অগ্রগতি:

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কর্মসূচির আওতায় জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২২ খ্রি: সময়ে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। তামাবিল ও ভোমরা স্থলবন্দরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট বন্দরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

## ৭.০ এক নজরে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বিভিন্ন বন্দরের কিছু চিত্রাবলীঃ

**বেনাপোল স্থলবন্দর**

**বুড়িমারী স্থলবন্দর**

ভোমরা স্থলবন্দর

তামাবিল স্থলবন্দর

নাকুগাও স্থলবন্দর

আখাউড়া স্থলবন্দর

**সোনাহাট স্থলবন্দর**

**সোনামসজিদ স্থলবন্দর**

**হিলি স্থলবন্দর**

**বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর**

**বিবিরবাজার স্থলবন্দর**

**টেকনাফ স্থলবন্দর**

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের নিয়মিত প্রকাশনা

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

মোঃ আলমগীর
চেয়ারম্যান (গ্রড-১)
বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

প্রধান সম্পাদক

জনাব ডি এম আতিকুর রহমান
উপসচিব
পরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

সম্পাদনা পর্ষদ

মোঃ হাসান আলী
জনাব শামীম সোহানা
জনাব মোহাম্মদ মশিউর রহমান
জনাব আব্দুল ওয়াদুদ মিল্কী